

লিখি পাতি, আন ভুত, লিখি গতি, লেখনী যন্ত্র যো
লকন। শুনী দাস দেন আনি, কাগচ মনী লেখনী
ব্রাহ্ম লেখে বাঞ্ছিত কেবল ॥ নির নামা দেই শ্রুয়ে
কিঙ্কর করে লভুয়ে, অর্পণ করেন রাজ্যগারে ॥ ই
সে লয়ে যত্নে পাতি, বায় ভূপতি বসতি, উপনিষ
প্রথম যে দ্বারে ॥

অথ মনমথের লিপি ক্রিষ্টেশ্বর প্রাপ্তে প্রত্যুত্তর।
পয়ার। দ্বারীরে জিজ্ঞাসি দাস রাজ পুরীয়ায়। উপ
নিত হইল ক্রিষ্টেশ্বর বথায় ॥ নমস্কার করি করে বি
পি দিল দূত। অধ্যায়ণ হৈল শুলিসেন রাজ সুভ ॥

১। নি নতি নিনতি নতি অতি হৈ যতনে।
২। কাপি ভয়তিত শুণ শ্রুণ শ্রুণে ॥
৩। দিখ লা ভ ক' নেজাববাদের হৈল।
৪। পণিত বা বিত কর বাঙ্কি বদ্য সেত ॥
৫। নিমল শ শী কে সজি মনী কর দূর।
৬। যদ্যপী উদয় ক্রি মান হুত এ পুর ॥
৭। যথান্তি উল্লাশীত ম ন চিত কর।
৮। বিশেষত বাধিত জীব ন তিহাসর ॥
৯। অন্যকর নিশাভাগে নিয় ন বে কালে।
১০। আমর। গুহণে আনীবে য থ হলে ॥
১১। লসম বাজারে বাজা কর এই রা য়।
১২। আদ্য মত মজ্জকাথে নাম ধাম লা য় ॥

পত্র পাঠ করি রাজ পুত্র হরনিত । সদা কি করে
 অকি করেন বিদিত ॥ শূন্য ওহে দুত বচন আমার
 লিখন লিখনে প্রয়োজন নাহি আর ॥ বিহত হলে
 আমি আমরণ লতে । নিশ্চয় বাইবে তথা অদ্য র
 নীতে ॥ কহ দিলে অনমথ এউ নিবেদন । কানাক
 বে নারি নাম লিখিতে লিখন ॥ এতক বচন শুনি
 বনী কিলর তথাটেহে গমন করিল সজ্ঞ ॥ উপনি
 ওহেল আমি অনমথ কাছে । জানাইল বিবরণ যা
 হানে কহেছে ॥ ক্রিষ্টের কন্যাসুত শুবণে ঈশ্বর
 আনন্দ সাগরে ঘন ভাবে অনিবার ॥ মনে বিবেচ
 না করয় বিস্তর ॥ তাবে বুঝি ভাব হৈল পাইয়ে উ
 ত্তর ॥ বিধি বুঝি অনুকূল হলেন আমার । আ
 সয় পুণ্ডিত হুদে দেখি অতি প্র ॥ এতক চিন্তয়ে
 মনে ডাকেন কিলরে । দিবা অমান হুয় দেখে নজ
 রে ॥ যদ্যপি আইলে রাজ পুত্র রজনীতে । খাদ্য দু
 ক আয়োজন করহ তুরিতে ॥ এতক বচন শুনি অ
 নী কিলর । নানা দ্রব্য আহরণ করয় বিস্তর ॥ ধরে
 হুম পায়ে রাখিয়ে মতনে । বাড় ছোলাইয়া বা
 তি জালে অনুকণে ॥ সেক মেক চৌকি সাজায় বহ

মত। বসিবারে রত। শন রাখিলেক কত ॥ কিটকাট
করিয়াস দেখায় জ্বায়ে। আত্মা দিত হয়ে অতি ভা
বর অন্তরে ॥ কতকণে মৃত ফণ হইবে আদার। জি
টেম্বরের আগমনে পবিজাগার ॥ বজ্রকী হইলো প্রা
য়তিন চারিদণ্ড। দাসেবলে বিভ্রান্ত কর কতবার
অথ কিটেম্বরের আগমনে মননমথের সিলন।

পয়ার। জন্ম পাইয়ে সময় উপম্যে আনি। আকি
ভ্যার পমনে শাপী হলো প্রকাশী ॥ দেখি সুরেজ
মৃত পত্র শরণ হয়। যাইতে হইলো ঘোরে মননমথ
মর ॥ পরে অনোহর পোষাক যতনো। একা শকট
যারে আরহণ গমনে ॥ উপনিত হলো আশি জ্বা
য়ের বাসে। বসিলেন কতাননে পরম হরিষে ॥ প্রথ
মত পরিচয় উতর। মজ্জানে। কিটেম্বর বুকিলেন
রামের আশ্রমে ॥ ২৭ গির ঘর হইল নিশ্চয় বটে।
অধি বিবি মিলিয়েরে তবে বড় ঘটে ॥ মনে কিটে
ম্বর করিয়ে যুকতি। গজত করি জটোতে মৃতহলে
অতি ॥ পরে মননমথ। কিটেম্বরে লয়ে যায়। আদ্য দু
ক রাখিয়াসে। সাজায়ে যথায় ॥ উত্তরেতে হরবিভে
করিল আকার। তাহুল কপূর গায় মানব যাহার
কত মত উত্তরত কথন কথনে। হইল অধিক নিশী

সৌখিন পল্লব ॥ সুরেস্ত্র জমার তবে জমীয়েই ক
অনুমতি দেহ মোরে যাই নিজালয় ॥ আর এক বি
বেদন করি তব ছানে অকস্মৎ বাইবে কল্য আশার ক
ধনে ॥ উভয়েতে যাতায়াতে যত সখা হয় । একা
লে ততধিক কতনো সঞ্চয় ॥ অতএব একেপেতে করি
হৈ গমন । যম বাসে যাবে কিনা নৃপতি বন্দন । শুনি
ধরু স্বিকার পায় মনমথ রায় । মুক্তারীর সহদর হই
ল বিদায় ॥ রক্তনো প্রভতি কাল দেখিবে অক্ষয় ॥ বা
ন পূজা করি দেখ করিল আহার ॥ পরে পুনঃ কলি
হলো বিধুর উদয় । বাইলেন মনমথ সুরেস্ত্র আলয়
কিটেখর দেখি তারে করি সমাদর । বসিবারে সি
ংহাসন দিল অতঃপর ॥ উভয়ত কত মত প্রমথ প্রম
থে । কিটেখর জন্মে যায় রাগ মনরঞ্জে ॥ আহারে
নি আয়োজন করিছে যথায় । উপনিভ হলো পোষে
জুখেতে ওখায় ॥ নানা মত ॥ ক্য দুর্কটকণে দুঃখে
আচমন করি পরে কৈল সমাধানে ॥ সুপসজী করি
যীর চান অনুমতি । পিতৃদাদি দরশনে আকিঞ্চ
অতি ॥ অনুদন হয়ে যদি বা তায়াত্ত কর । আমি কে
আসিবো হেতা করি সজ্জিকা ॥ সুইজনে স্বিকার
হল যাতায়াতে । অতঃপর বিদায় দিলেন মনমথ

মানায় আসিয়ে রায় চিত্তাকরেমনে । ফাতায়াত করি
 হইবে কিছু দিনে ॥ তবে যদি ক্রিষ্টেশ্বর জনকে
 রয় কয় । বিবাহ হইতে পারে এহাতে নিশ্চয় ॥ হে
 ন কালে ক্রিষ্টেশ্বর আইল তথায় । কথন কখন করি
 পুনঃ চল যায় ॥ এই মত ফাতায়াত উভয়েতে ক
 রে । মনমথ ভাবিল বলিতে হলো । মোরে ॥ বহু দি
 ন হলো গত থাকিয়ে বিদেশে । জবু নাহি পূর্ণ হলো
 আশা । সে আশা ॥ শীকঠ বলে ছলে মুনহে মনমথ
 জবুরেতে মেণ্ডা ফলে নাহি হও জ্ঞানক ॥

অথ ক্রিষ্টেশ্বরের স্থানে মনমথের ছলে

বিবাহ প্রসঙ্গ ॥

পয়ার ॥ অদ্য যখন আসিবে সুব্রত তনয় ।
 হলেতে কহিব তারে আসা যে আশায় ॥ যদি তাঁ হই
 তে পোর হয় উপকার । তবেতো পূর্ণিত হবে বাসনা
 আমার ॥ রচেন করিয়ে চেষ্টা । নিজ সাধ মত । এ
 কাঁড় সাপেলে তারে জীবনে আঘাত ॥ এই মত মন
 মথ ভাবিতেছে বসে । হেন কালে মুক্তরা অনুরূপ
 ছে এসে ॥ অন্য আল পণ করি দীর তারে কয় । তবে
 জনে যেই মত হয়েছে প্রময় ॥ চির কাল রাখিতে
 বাসনা হয় মনে । না রহিলে ছেন তাব হ স্থানে গর

মে ॥ একারণ শয়কতা করি আকিঞ্চন। অহিন ত
 হার রাহা নিবন্ধে ফেলম ॥ একেপেতে অকিত্তি না
 হিক উপায় । মন সাধে রহে মনে কি করিবো হার
 রাজ্য কালে বৈধৰ্ত্তা হলে অসামান্য । তনয় মত
 য় অন্নার বাসনা ॥ জমালের বাক্য শুনি কহে কি
 চেষ্টার । ছেন ভাবনা রহিব হইলে অন্তর ॥ তিরক
 ল প্রেম রয় এই কাল যাতে একেপে কতক্য হয় অ
 মারে করিতে ॥ এক গোরি অমত্যা আহর সহদর ।
 উপযুক্ত পাণ্ডিত্যে নাহি হন দার ॥ তব মত কল
 প নাহি দেখি আর ॥ মিলেছে উত্তম বড় নিম্ন শক্তি
 কার ॥ দেখির অমোগিয়ে কহিবো পিতামহ মনোম
 ত হলে বিস্তা দিবেন তোমায় ॥ তোমার বাসনা
 তে আছে কিনা আছে । স্বকপ কষ্টে মোরে ক
 পিতা কাছে ॥ শুনিমো অমার রায় বিনয়ে কয় ।
 হইছে বয়সাত্তিক বিত্তা নাহি হয় ॥ মনঃ পুত কয়
 আমি নাহি খুঁয়ে পাই । হইলে মনের মত হইবে
 আমায়ে ॥ শুনি ক্রিষ্টের কয় রায় পুনঃ রায় । মনে
 মত হবে তব দেখিলো তাহার ॥ কপের মাধুরী
 রি ভূমে ঘাটব মন । দানী অভিজানী তিলতমার

হয় ॥ যদি সম জনের হয় অনুমতি ॥ তোমারে যে
 পারে ॥ অগ্রে লুপ্ত অমতি ॥ তবে যদি মনে ধরে
 করিবে বিবাহ ॥ বিকার হলেম আমি নহিক মনে
 জন জন্য রক্ত হলো অস্বাভাব্য ঘটক ॥ বাসি বিচার ব
 দ্বাদী করিবো আটক ॥ শব্দে শ্রীকণ্ঠ রায় ক্রিষ্টে
 রে বলে ॥ আছে কাঁঠাল গোঁপে তৈল তোমরা কলে
 ॥ অথ ক্রিষ্টের কত্রিক মনমথ এর ॥ মুক্ত

রীর সমক ॥

কিছু বিগদী ॥ এত বলি ক্রিষ্টের মনমথ করিব
 বিদায়ের অনুমতি চাই ॥ অদ্য গিয়ে নিকেতন কহি
 ব গিরী সন্দন ॥ পরে যেবা হয় অভিপ্রায় ॥ আমার
 যে অকিঞ্চন ॥ হেরেছে নৃপ নন্দন ॥ এখন সে কি কথ
 জানাই ॥ প্রজাপতির নির্জঙ্কি ॥ থাকে যদি হে সমকি
 জ্ঞানবের যেমন বোনাই ॥ শুনি মনমথ কয় ॥ সব
 কি ধন্য ॥ কি হয় ॥ আগে তার কর যোগাযোগ ॥ ক
 থাকে সকল আছে ॥ ক যে সব দেখা গেছে ॥ শিশু গ
 নে তোমারিমে ভোগ ॥ এহা যদি পার রায় ॥ এক
 রাতি দিব তার ॥ হবে সুখে সহদরা মনে ॥ নখা বাক
 ক্রিষ্টের গাইয়ে কাঁঠাল ॥ কহে আমি চলেম ভ
 রনে ॥ মিছে কেন কথাস্বর ॥ কল্য আমি ভদ্রর ॥ ক

হিবে তোমারে সবিশেষঃ এত বলি রাজ কুন্ত জন্ম
 প্রের লয়ে মতঃ যাসে কান করিবারে শেখঃ ॥ প্রেরণঃ
 আপন বাসেঃ জনক যথাস্থ বসেঃ কহে তারে যোগ্য
 করি করঃ ॥ আছে কিছু বিবেচনঃ প্রকাশী তব জন্ম
 মালিন্য হৈ ভাল এক বরঃ ॥ মিথিলা নগর ধামঃ যের
 গৈয়ঃ ভুপতি নামঃ তার সূত নামে মনমথঃ ৷ সর্বগুণে
 কণাশিতঃ সর্বশাস্ত্রে সুপাণ্ডিতঃ ধীর শাস্ত্র দত্ত কপ
 সূতঃ ॥ করনিম্ন ঘরঘটেঃ বিভাদিলে বক ঘটেঃ যের
 তব হয় অনুমতিঃ ৷ শুবণে ভুপতি কয়ঃ তোমার কি
 মত হয়ঃ দিতে তারে সুজরী সন্ততিঃ ॥ স্মি মনক
 পাপুঃ উপযুক্ত দেখি যাত্রঃ দেখ্যারে হয় অভিপ্র
 য়ঃ ৷ জান তার সবিশেষঃ বেন নাহি পায় রেশঃ আর
 যেন জাতি রক্ষা পায় ॥ এত শুনি ক্রিষ্টেশ্বরঃ পিতা
 বে করে উত্তরঃ মম ইচ্ছাঃ সেই জনে দিতে ৷ ভৈরব
 উত্তম বরঃ ৷ মিলনে দেখি দুঃখঃ নাহি পারোঘটকে
 আনিতে ॥ শুবণে সুব্রহ্ম পতিঃ দিল পুণে অনুমতিঃ
 যাও তবে দেখে এসো বরঃ ৷ তোমার হলে পদস্র
 তাহে নাহি মোর সঙ্কঃ কর গিয়ে যেবা মনে বরে ৷
 বিহু একবলি কথাঃ সদাপি তোমার মাতাঃ এসক
 করেন বিকারঃ ৷ মনঃপ্রেতে গিয়ে আগে জানাও জনক

প্রাণে গাফ্য কনকলে অভ্যাস ॥ পিতা বাক্য
 টেমর অকরে আসি সত্তর জননীয়ে কহে কন পুমে
 মিথিল্য গুরমাধী পতি নামে ফোদধ প্রভু পতি ত
 কন্যায় এসেছে নিকটে ॥ নামে হইল অনন্য রত কন
 কন বুদ্ধ বয়ঃকন অফাদল হবে ৷ করনিয় ঘর হইয়া
 কন্যাকে লেখি কন্য বংশধর ভবেরক সবে ৷ এবড়
 ই মিলেছে ভাল শরদ সনে কনক্য জারের অদি কর
 কন্য দলী ৷ থাকিবে পরমা সুখে উপযুক্ত দেখিতা
 কে রেখেছি আসে কন অনুমান ৥ তব সত্তর কনক্য
 কনক্য করে প্রেরণা যের তব হয় অনুমতি ন
 কহিয়ে করি পদন ৷ কিলবে কি প্রয়োজন
 যাইতে কইবে নিবু পতি ৥ শুনি রানী পুত্রের কন
 কন্যাম যদি হয় তবে আমি দেই কন্য তারে ৷ যদি
 আর দেখাইতে কোম ছলে সে সহিতে এই মোর
 হইল স্বিকারে ৥ শুনি ক্রিটেশ্বর কন্য ভায় দেখাবো
 দিগন্ত অদ্য রাতে আনিবে এখানে ৷ তাঁর কাছে
 ভি প্রায় দেখিতে তন কন্যায় গুর্য ছলে আছেন
 গুর্যে ৥ সে জন নহে সামান্য নৃপ মধ্যে হয় মান
 তবে আমি রেখেছি ভুলিয়ে ৷ এবে চলিলাম তবে
 তো জনে আনিতে হবে শুভ কমে দেবি কি লাগিলে

না কু দিত) নাহি থাকে মকুচিক, কহি খুলে হোউলি
 ত্যকট বাহা আছে ভাগ্যবীণে ॥ মিত্যক কি প্র
 য়ে জন? আপনি নূপ নন্দন, আদি মানি বিচক্ষণ
 শুনেছি ঘটক প্রমুখাৎ, বিদগ্ধ কৃষ্ণ কপবান, দেখি
 লেই প্রতিমান, হয় সব অনুমান, যার স্তম্ভে অহিস
 য়েবক ॥ এতবলি ক্রিটেশ্বর, মনমথে বলে পর, পো
 নাক যে মনোহর) আছে বাহা সমতি ব্যহারে। সে
 তে হবে মম মনে, দেখাইবো সেই জনে, যদি ধরে
 ক্ষম মনে, তবে হবে বরিতে তাহারে ॥ আর দেখা
 হৈবে মায়, যের তার অতি প্রায়, হয় দেখিয়ে তো
 মায়, কহিবেন সবিশেষ ঘোরে। দেখিলে তোমার
 কপ, ভুনিবেন। নৈয়ে ভূপ, জননী হবে বিকল, বির
 সেতে যদি দৃষ্ট করে ॥ শুনি মনমথ রায়, সুবেশ
 করিয়ে ধায়, বিধি যত্র বাহিরায়, বলে চলে তব
 মিজায়। দেখি আমারের বেশ, ক্রিটেশ্বর বলে যে
 ল) অদগ্ধ কৃষ্ণ কার্য, শেব) হয় বা আমার মনে লক
 তাহা শুনি রায় কয়, আপনি যারে লয়, তার আর
 ক্রিবা ভয়, অয় হয় সদ অনাগ্রাণে। কহে এই রানী
 আপে, মর মকান কারণে, মিতে করি বিভীষণে, রঘু
 পাত্য রাবণে বুনায়ে ॥ ভূমি মম মিতে তাই, যের

কোন পাই কি দুঃখের হুঁসুড়ি, বল যেমি শুনি
মহাশয়। একটুকুও কষ্টের কষ্টে ভাবি ক্রিষ্টের
নাহি সহ্যে বাক্য পরে চলি যাই মধ্যমণি ॥ এত
নি দুই জনে, একটোতে আরোহণ, মনেতে সুরমা
সনে উপনিভ উভয়েতে হুঁসুড়ি ॥ দানে করে এক
টো হুঁসুড়ি কষ্টে একটো চাহিয়ে দেখে নিকটে ॥ কষ্ট
সুরমা মন ভালি ॥

অথ ক্রিষ্টের সহিত মনমোহন রাজগারে
প্রবেশ এবং রাণীর গোপনে দর্শন ॥
পয়ার ॥ উপনিভ উভয়েতে রাজগার আগে
একটু হুঁসুড়ি কষ্টে একটু মনমোহনে ॥ দেখি এক
হুঁসুড়ি যাইয়ে মনমোহনে ॥ কষ্ট পূটে কষ্টে রাজ
গোচরে ॥ মনমোহন সহিত যার মনমোহনে ॥ রাজ
গার ক্রিষ্টের লইয়ে এসেছে ॥ বালাপান পরে
কর আরোহণ ॥ নিকটে দেখিবে তব মনমোহন
৥ দাসী বাক্যে রাজী চৌতলা পরে যায় ॥ মন
মোহন সুখমার দেখিবারে যায় ॥ মন মনমোহন
নামিল ধরায় ॥ কপের মাধুরী হরি অবসার প্রা
য় ॥ কিবা কপ মন কপ মন না দেখি ॥ মনমোহন
পর মনমোহন জখী ॥ মনমোহন মনমোহন বড়

ল'ল নহি। অতঃপরে পায় হুঁসিয়া গেল পো। বিবাহ
 ভাঙ্গিল নির নৈত্রি করি নিরক্ষা। সন্দেশে সন্নি
 বো পূত্রীমুপাত্ত কারণ ॥ ভালেভাল মনে ভাগ্যভা
 রত কিতরে। যদি সম্মানীরে মনোহর মননধরে। এ
 ইমত রাণীকত। ভাবিতেছে মনে। হেনকালে দুই জনে
 প্রবেশে ভবনে ॥ দেখিলেন মননধরে সুব্রত রাজন
 চেহারা য বুঝিলেন ভূপের লক্ষণ ॥ পরে রাণী নাহি
 যা আপন পানে মায়া না মঞ্জুরীতে ডাকাইয়া। ঘটনে
 সাজায় ॥ ভূষণে ভূষিত করে মাণিক হিরায়া। মুদ
 তার হাব গলে কিবা হুঁসিয়া যায় ॥ মাথো তার বক
 বকী শশী সাদিহ। বারানশী সাদী পরে আপনৈ সু
 ন্দরী ॥ কি করে ভূষণে তার নিজে রূপবতী। বিজি
 লো মোণায় দিলে মোহাগা যেমতি ॥ শুধানে সু
 ব্রত সুত মননধরে লয়ে। স্বভানে গমন করে হরষিত
 হয়ে ॥ রতামনে দুই জনে বলি অতঃ পর। কোতক
 প্রদয় ছলে আলাপ বিস্তর ॥ মুঞ্জী জনক পরে আ
 ক্রম দেন দূতে। করিতরাম হারা নিকটে আনিতে ॥
 দেখিবেন বাক পুত্র আপন নগরে। বস্ বলে দেখি
 তে হয় কি বারে বারে ॥

অথ ক্রিষ্টেশ্বর কবিত্ব মনসিংগ এর

মুঞ্জরী উত্তর দর্শন ॥

পয়ার ॥ আদর্শ করিল যদি সুরেন্দ্র তনয় । উপ-
হিত জনে গিয়া থাকিতে কর ॥ শুনি সব মহচরী
মুঞ্জরীরে লয়ে । হৃৎসের গমনে এসে বাক্য আচ্ছাদি-
য়ে ॥ কপের মাধুরী তাহে হয় প্রকাশিত । কত পুতমৌ
দামিনী নন্দীনিবেষ্টিত ॥ উপহিত হইল কন্যা সত্য
বিদ্যাবান । বসন খুলিয়ে করে কপে পরিব্রাজ ॥ বহু
রায় তাহার বিশেষ নিরঞ্জে । অপকৃপ কপ দেখি
মহিত মদনে ॥ কামের কামিনী হতে কপের মাধুরী
কিকিত বর্জন মের করে বুদ্ধচারী ॥ লাজ ভয়ে বেস্ত
হয়ে উঠয়ে তখন । কহিল সুরেন্দ্র হতে হইল মন-
ন ॥ আমারে কপ দোষ আমারী মহিত । কন্যপের
বাণাঘাতে হইল পিড়িত ॥ হয়েছে যৌবনাময় হৃদ
র মাঝারে । তাহে ধনী বিরহিণী জনম উদরে ॥
ভাবে মনে এই জনে দেখেছি কোথায় । সূচ অকি-
ঞ্চন আছে বিবাহে আমার ॥ ভাল বিধি হেন নিধি
যদি পোমিলায় । হৃদয়ের রাজ্য করি রাখি যেহায়া
হেন কলে ক্রিষ্টেশ্বর কহে সখী গণে । বাহুগো ভা-
সরা লবে অন্তর ভবনে ॥ শুনি সব মহচরী মুঞ্জরীরে

কয়ে। অস্তঃপুরে এলো অতি হরষিত হয়ে ॥ দেখি
 রাণী পদে করে রাজ্যী বিদ্যমান। কহিলো করিবো
 বিভা কট্টে নাহি আন। মনন হইল মোর দেখিলে
 দ্বিধারা। অনন্দের আকিঞ্চন সুখিবারে নারী। শুবনে
 রাণীর মন পুলকে পুরিলে। হেন কালে ক্রিটে ব্র
 হ্মিল্লমিতে এলো ॥ কহ মাতা কেমন দেখিলে এই
 দরে। পশন্দ হয়েচে কিনা স্বরূপ অন্তরে ॥ শুনি রা
 ণী সন্তানে কহেন বিবরণ। মনন হইল মন
 কামে এখন ॥ বিবাহের কাজ ব্যাঘ্র না করিহ আকা
 রক গিয়ে ভূপতিরে শুভ সমাচার ॥ শুভ মাত্র কি
 টেন্দর জনকে জানার। প্রসুতি দিলেন ষাট্রা বিবাহে
 লোকায় ॥ পত্রাপত্র লগ্ন হির চাহেন করিতে। শুভ
 কমে বিলম্ব না হয় কোন মতে ॥ শুনি রাজা আক্স
 যেন অগ্নু করিবারে। উট্টাচায়। পাঞ্জী আনি বার
 তিথি ধরে ॥ হইল লগ্নের হির কহিল রাজারে।
 অমুমতি দিল পূণে পত্র করিবারে ॥ রাজা আক্স পে
 য়ে ক্রিটেন্দর তথ মায়। যে স্থানে বসিলে আছে বর
 মথ রায়। শ্রীশ্রীকণ্ঠ বলে রায় না ভাবিহ আর। ম
 ল্যবন নাহি হয় ভদ্রের বিকার ॥

মথ মনমথ এরূ মুক্তার লগ্ন পত্র ॥

মনমথ মৃত্যু

পুয়ায় ॥ আলিয়ে সুবেস সুত মনমথে কয় ॥ জই
 ক জননী আছর দিলেন নিশ্চয় ॥ লগ্ন করিলেন প
 রে ডাকিয়ে পুরোহিত ॥ পত্র করিতে হবে আচর
 জনীত ॥ করি তবে আয়োজন পত্র করিবারে ॥ আ
 ছেন অলাচার্য মঙ্গল আচারে ॥ শুবণে সমার অতি
 আলাদীত হয় ॥ এত দিনে বিধি বুঝি হইল সদয় ॥
 বিবাহের ফুল বুঝি ফুটিল আমার ॥ তোমা হতে ক
 য়ি নয় হলো উপকার ॥ তবে আর বিলম্বেতে নাহি
 প্রয়োজন ॥ পুরোহিতে ডাকি তবে লিপড়ে লিখন
 ছেন কাজে অলাচার্য আইল তথায় ॥ বেদ বিধি ক
 তে অল কথ্য সমাধায় ॥ অল মান্য বন্য মণি দেখ
 মনমথ ॥ হরবিত পুরোহিত আনির্ঘদে কত ॥ পরে
 রায় রায়্য পুরে করে নিবেদন ॥ এক্ষণে বামন বা
 ল স্থানেতে গমন ॥ শুভ মাজ মহারাজ কহে মনম
 থে ॥ বামাগারে গিয়ে দিন হরিদ্রা পাত্রোতে ॥ আ
 স্তমি শুনিয়াছ লগ্নের সময় ॥ পূর্ব কালে উপনিত
 হবে এ আলয় ॥ বক্রমণে যতনে আনিবে সাজ করি
 শুভ কর্যে বাহু তবে না করিছ দেহি ॥ অতঃপর কি
 চেষ্টা করে করিছ বিনয় ॥ রাজ আছ ॥ পেতে ধীর থা
 বাসালয় ॥ আলি বরে ডাকি কিঙ্করে কহে মনমথ

কান কিছু মিস্ট অব পোাকি হুন্দে ॥ বহুগণে
 মসণে হয় প্রয়োজন ॥ কহ ময় শুভ কথ্য করে আ
 লমব ॥ আত্ম পেয়ে যায় বেয়ে অম্বারের দাস ॥
 নিল সাযতী কত না হয় প্রকাশ ॥ আলাপিত জনে
 নিমন্ত্ৰণে সমাদরে ॥ শুনি শুভ সমাচার আইসে জ
 তরে ॥ প্রবাসে নাহিক নারী জানিয়ে অস্তরে ॥ রহা
 জ্যার চলে সব নারী বেন ধরে ॥ বলে কেন শুভক
 থ্যে হবে অক্ষ হিন ॥ আসরা আছি হে রায় প্রনয় অ
 ধিন ॥ কাটের মাজ্জারে কিবা কতি হয় বল ॥ মৃদিক
 নানিতে পালে দয়াব্রতো ভল ॥ এইরূপ রহান্য ক
 রয় বক্ত জমে ॥ মাদেশিল কৌতী করে ডাকিতে এ
 ধেগে ॥ কোন রামা নিল লক্ষ্য কোন রামা সারী ॥
 কোম রামা লয় তৈল কেন ধনী বারি ॥ হরিদু লই
 লে ॥ কহ অধিক যতনে ॥ বরণ ডালা সিরে করি ক
 রী সমনে ॥ হাস ॥ পরি হাস রূপে যায় ধিরে ॥ উ
 পানিত হলো আসি অম্বারের ঘরে ॥ রায় বলে কো
 থা রায় দেখক চাহিয়ে ॥ কত শশী উদয়ালী বিদে
 শী দেখিরে ॥

অথ জনমণের গাজে হরিদু ॥

ধরা ॥ বাক্যে ভাবে রমণী অস্তানে মনে

মনমথ যুগলী

৩২

রমনী কহয়। যেন কোন মতে মনমথে মনে।
 দুঃখ নাহি রয়। প্রবাসে আছয়ে রাহা; গন
 কে দিচ্ছে কার, হায়রহায়। রতি ছলে সখি
 গণে কত মত কয়। শুনিয়া রমন বানী, রম
 নীরা অভিমানী, বলে ছলে কি কহিলে রব
 না আদি তবাকর।

পিনী। দেখিয়ে আমারে রায়। হাড়া দে পুত্রিক
 কান, বেক কপে কহে নারী গণে। চিনিতে না পারি
 আমি, কোথা তোমা গণ স্বামী। কবে এই স্বরূপ বচ
 ন। দেখিয়ে উভমধুরী; ঠৈরজ ধরিতে নারী, না
 রী বেশে-কেন এলে হেথা। প্রবোধ না মানে মনে,
 নহিনী কল ধারণে, হর যখন হয় মহিতা। ততো
 বিক আমিহই; বাঁচাল গেল মমই, একবার দি মৈ
 মালিন্দন। শুনি সব রানী বলে, নজ্রে শশী ঢাকি ছ
 লে, তমি বড় লজ্জা হিনী জন। কেমনে কহিলেখন
 করমে হয় মরণ; ছিই মোরা ঘরে কিরে গাই। বড়
 মনুচিত কর্ম, নাশিতে সত্যত্ব ধর্ম, শুনে তবে মাথা
 রেখা পাই। এত দিন বিরহেতে; ছিলে ভণি কেম
 নেকে; আশ্চর্য হলেন ব্যবহারে। শ্রী জালুক পায়ে
 বলে, মমগণে বুঝি ছলে; চাহ আগে পুষ্ট করিবা

রে ॥ প্রাণের সূচনা করিল; মন আর নাহি ভুলিল
 দা বেলার ক্রমে পাইবো। সাবানীর কাদে, আর সে
 ই ক্রমে, বিকিতে ভবের কামড়ব ॥ এই মত বেল
 ক্রমে, কহিছে আমার ভূপে; শুনিল রায় হামে মত
 লো। বলে আর দেরি কেন, হরিদ্রা কর সেপা, চল
 ন অক্ষুণ্ণ দিতেভাল ॥ শুনিয়ে রমনী গণে উল্লসি
 উঠয়ে মনে; হরিদ্রা সেপা করে অঙ্গে। কেহ করে
 পুষ্পধনি, কেহ করে উলধনি; কোমর নৌ দেখে ম
 ন রাহ ॥ কেহ নাচে কেহ গায়; তবে পুষ্কিত জগ
 নাদ্য করে কাদ্য কর সুখে। দান করে দিন হীনে, ন
 দিক তাহার সিনে, কেহ নাচে বিমুখ বৈমুখে ॥ সূচ
 ক্রমে মনে; সময়ের পর আয়তে; মনমথে কর
 ইতে মান। পরায়ে পই : জন; আহ্বারের অয়োজন
 করিলেন সকলে সমান ॥ বর সহিত একত্রে, ভোজ
 ন করিয়ে অঙ্গে; বিবাহের দ্বয় আলাপন। কহিলে
 সুপকর্য্য বাসি; হবে বধে মহাপুণি। বলে আর ন
 রবে এমন ॥

অথ মুঞ্জরীর গাজে হরিদ্রা ॥

শিশুদীপ্ততানে সুরেশ্বালয়ঃ ভূপানকশূণে ক
 বিবাহের কর আয়োজন। লিপি দেহ নৃপ গণে

নিবারে নিমন্ত্রণে: শুনেন যম কন্যার বরণ। বোধ্যে
 রু ভাণ্ড কর: সবে বিস্তারণ কর: যমবান্ধব মনে
 ইক্ষণে। প্রয়োজন দুব্য বৃত্ত: অননয়নে তও বৃত্ত: আর
 কেহ অন্তর ভবনে। পিতৃ আজ্ঞা ক্রিষ্টব্য: নিমন্ত্রণ
 গির পত্র: পঠাইল সকল রাঘব। প্রয়োজন প্রি
 য়ননে: নান: দুব্য আয়োজনে: সাবকাশ বিহীন কা
 ব্যতে।। অন্দরে জানায় পরে: নিজ জননী গোচরে
 শুনিল রাণী প্রকল্পিত কাহ্ন। কহেন যমনী গণে: যম
 দ্বং প্রয়োজনে: আয়োজন করগো তাহার।। আন
 ন্দিত হয়ে সবে: প্রয়োজন দুব্য তরে: আয়োজন ক
 রে রাম গণে। পুরোষাণী আয়োজন: কালানিহ্ন আ
 য় জন: শ্রুতমাত্র আইসে ভবনে।। আসি পুরে নাদ
 করে: মনোমথে বাদ্য করে: বিস্তারে বাহাজ্জ হুয় গ
 থি। উপস্থিত কাল হেরি: ঐরিষে নব মৃন্দরী: গলে
 জগমনে করে গতি।। হরিদ্র: লইয়ে রাণী: মৃন্দরী
 র কাছে আসি: ক্রমলাভ করয় লেপণ। কহ করে
 শশধনি: কহ দেয় উল্লধনি: ধনী গন আত্মার দম
 গণ।। নত গন্ধি তৈল আসি: রাণী মাথায় আপনী
 অবিবাহ ঘটে লয়ে জান। বিধি বৃত্ত শ্রেয় কাহ্ন: আ
 নি সুবাসিত রাণি: করাইল যতনেতে ঘান।। পট বা

অনিপরেঃ নিম্ন করে কন্যা পরেঃ স্বতঃপরেঃ
 ছাড়া জেনে । আয় গণ সঙ্গে করেঃ খুজরা আহার
 করেঃ পূর্ণা পরে বিধান যেমনে ॥ সদর ভবনে মা
 সেনঃ ধন যাচিকার আশেঃ দিন হীন কত শত দ্বারে
 নিমন্ত্রণী মহিপালঃ আসে যেন পালে পালঃ দেয়
 পিয় করয় আহারে ॥ কেহ কর দিন রয়ঃ কেহ যায়
 নিজালয়ঃ যার যাহা মানব মানবে । প্রভাগণ আ
 সি পরেঃ যতনে ভেজেন করেঃ অপরে অপর সাক্ষি
 যেনে ॥ পূর্বোদর করি তরেঃ ধন লয়ে নঃ গি সবেঃ বি
 জ্ঞঃ গৃহে করে গতি । এই রূপে সেই নশীঃ আগত
 দিবসে নাশিঃ উদয় হইল দিনগতি ॥ প্রাতঃকালে উ
 ঠি সবেঃ কামান বিধানতবেঃ নারিগেন পরম হরিষে
 তৈল হরিদ্রা বসনঃ অঃ ৫ নঃ গভঃ অগণ করেণ
 দেশে ॥ পর দিন উঠিয়ায়ঃ বৃদ্ধি পূর্ণ সমাধায়ঃ
 বিবিষতে বিবিষত করি । বিশেষ প্রকাশে তারঃ প্র
 যোভন নারি আরঃ দিবা অবসান হয় হেরি ॥ হেন
 কালে নবপতিঃ দিল ভত্য অনুমতিঃ দিবু গতি সভা
 সমাহিত । কালী দাস শোক হলেঃ নিকষের মতে
 বন্ধেঃ বায় রচে সঙ্গে জানাইতে ॥

অথ সভা বর্জন ॥

মনমথ বুজরা !

গয়্যার ॥ ভূগতির অনুমতি পেয়ে ভৃত্য গণ ॥
 ক্রমশঃ করিলে। সত্য শোভার কারণ ॥ বিহার বর্ণি
 ত্রিগনে ব্রহ্মহন্য তারি। ভবনাম্বু তৈলক্রে মে কপ
 নাহি হেরি ॥

অথ বরদেশে মনমথের সভায় আগমন ॥
 বিপদী। সভার কি শুশ্রূষা; আসিয়ে নৃপতি গণ
 মতে বসে রত সিংহাসনে। পরস্পরে স্তিচ্ছাশয়
 নিবৃত্ত পরিচয়; অশ্লীল বারতা আলাপনে ॥ ত্রি
 পাথিত আসি; শুভাসনে সবে বসি; করে নানা শাস্তি
 আলাপণ। নানা শূন্য আসি পরে, নিবৃত্ত বস্ত্রভরে
 চমিকারে পায় দির্শ্যমান ॥ নৃত্য পিবে অভিনায়ে নি
 ভকী সকলে বাসে; আসে নানা রস বন্ধকরে। সি
 ক্রীনি বাজার সঙ্কে; নৃত্য করে মনোরঞ্জে; কেহ তানি
 সুমধুর ধরে ॥ নৃত্যকীর নৃত্য গিতে; নৃত্য হু মনোরঞ্জে
 কে অন্যমন্য কোমল নন। অর্ধরী হতেছে তারি
 সুরেন্দ্র রাজন হেরি; বর অম্য উৎ কণ্ঠিতা হন ॥ অ
 শানেতে মনমথ; পূর্ব নিশী করি গত; ধ্বজ শূন্য
 কৈল সমাধান। আনাইয়া বহু জনে, তখনেই আনয়
 কনে; প্রয়োজন সাহে বর্তমান ॥ প্রতুল বর্ণিতে কে

(১০) বাহ্যিক হইয়া যেন, মনে মনে রহিল ছে রাষ্ট্র
 মর সজ্জা করি রায়, প্রণামে বিধির পায়, কোহদে
 লেহইলো প্রবিশি ॥ বাদ্য করে বাদ্য করে, উছা কহি
 পুষ্টাপরে, তরবারে করে আশুসার । শকট নিবিক
 ত্রী, টেনে গণে তদুপরি, শানকে চলেম রাজ্যগার
 মহা সমরন করি, নিকটস্থ লগ পুরী, হেরি সমরনা
 য়ে নিতিকাশ । চতুর্দোল হতে রাস, প্রফুল্ল নানিহ
 রায়গণ, মুখে একত্রেতে যাক ॥ রাজগণে উপবিশি
 সুরঙ্গ করিয়ে দৃষ্ট, সমাদরে দেন নিগাহ মন । স
 ভার রমিয়ে সবে, নৃত্য পরিত য়ে নিব্রবন এক দৃষ্ট
 মারে নিরঞ্জন মনীন, সজ্জা আশাপাশে, কাকনৈব বর
 পানে, নিরঞ্জন নাপড়ে পঙ্কজ । মনোহ চিত্তা কত
 মনন্য না হবে এত, বুঝি খেতে হইত সুরঙ্গক ॥ কি
 রা গন্ধকি মনন, এলো অরবী ভিতর, মানসে ত করি
 অভিলাষ । হেম কল বর্গি হেরি, বিধি বৃষ্টি কান্তি
 হেরি, এই জনে করেন প্রকাশ ॥ কিবা শ্রী কিবা কল
 রস মরা হই বিকণ, নারীর কথা রাখি অন্তরে । শ্রীক
 ষ্ঠ কহে পুরুষে, একি কহ সঙ্গ মেসে, লয়ে যাবে এখ
 নি মনবে ॥

অথ মনমথের সজ্জিত যুগ্মীর বিবাহ ॥

অনন্ত বুদ্ধগায়

১৭৪১ ৥ অস্তঃ পুরে রামা গণ করয় শ্রুত ৥ অস্তঃ
 পুরে বরপাশ সদর ভবন ৥ চন্দ্রবৎ তরা কাল বসি
 স্নিহবারে ৥ ডাক গো নাগেশ্বরী পুরবাশী স্নানকারে ৥
 মাছা মাত্র নাগেশ্বরী চলিলো নিজ লাড়া ৥ ঘর হই
 তে ডাকে দিলে বিবস তাড়া ৥ বলে কেঁধা ৥ মেঘ
 উমা নিমি সানি কামি ৥ ঘরে আহ কিবা বস হা রা
 নীর মামি ৥ বসু ৥ বসি দেকোন হাশী কোথা নেই
 মরে ৥ ম কর গন্ধাজল আয় লো তরা করে ৥ সারদা
 বরদা সুখোমা মক্ষমা দিদি ৥ আয় পাকি ছেড়ে মল
 মৈতে যাবি যদি ৥ এই কপে নাগেশ্বরী ডাকিল নারী
 গণে ৥ বেশ ভূষা করিয়ায় রাজার ভবনে ৥ দেখি হা
 শী কহে মরে জল স্নিহবারে ৥ শ্রুত ৥ সুহর দুখ লম্ব
 লারপরে ৥ কোন ৥ ক য় ঘটানায়িত হৈ যন্তে ব
 কেহ বা লইল ৥ আর কয়ার করি পূর্বে ৥ কোনধনী ক
 য় পান শুবাক স্নিহিতে ৥ কেহ বা লইল টেল মনে বি
 শ্বাইতে ৥ কেহলয় স্নী কেহ বা শ্রুত করে করে ৥ বরপ
 ডাল ৥ কেহ লয় মস্তক উপরে ৥ শ্রুত ৥ ধনি উল্লসি
 করি রান ৥ গণ ৥ জন মৈতে সকলোত করিল গম
 রাহেচাক অয়ডাক অরি বালে ডোল ৥ মন্দিরা মদ
 রাহেচ যে তবোল ৥ তান্না কান্না বালে ঘোর বাহা

জিনাই। তিনিই নামিত লয় সব রোমনাউ। বাবু
 ভাণ্ডাশে করি বাড়ি ফিরে। জগুবাড়ি সারি মধ্যে
 শইল মঠে। পুরে শুভ বিবরণ এতাই সভায়।
 প্রাপ্ত হইল কথাসং। তকালক। ন্যায়লক। য
 তক পশ্চিম। দেখি কান বিভাকর। করিল কেঁদিত।
 শ্রী। ক্রান্তি। এই মহারাজ সভা বিদ্যমান।। বরণ করেন
 বরে রাধি অল জাম।। বিবাহ বিধি বত যাচ্ছে কা
 বিধান।। সারেন করেছ রাম। খজা অক্ষয়।। পরে
 জলাচার্য জলাচারে থাকে। দেখে। অবর পাতে। সবে
 গেল হালনা তলায়।। কার্যধরী কারী গলে মইয়ে
 জগন। বরণের। দুব্য যত করেন অশ্রি।। পরস্পরে ল
 হুই মবে করি।। যেন। আউল বনের কাছ হুই যিত
 সনে।। দেখি কথারের ক।। ১। ৭৭। মকমে।। কেহ কয়
 চুল্লস হইলো ভুতলে।। কেহকেহে।। যানবনহে যনে
 জিতলয়।। পক্ষি। কিসের। কিস। কৈশর। ব। হয়।। কিবা
 ল। কিবা। কথাকিবা ভুতলী।। শরীর সূচ্য। কাম নয়ন
 সূচ্য।। কামে জর কলে বর হইল মবার।। থের
 কা বরে কেহ বিহনে ব্যোপার।। কেহ বলে।। প্রলম্বিলে
 কিক কল।। শাখায়।। পরকালে দিবে সাক্ষি কীবন হি
 শিঃ।। কেহকেহের মনোহর নয়ে যাই যরে।। ভবি

সুখে সুখে রেখে বিবাহ ক'রে ॥ কহে প্রাক্তন
রমণী গণপায় । মানব হইবে যাহ । তারবে তরাস
অথবা নগর পতি নিকাশ ।

সেয়ার না । কাল পেয়ে কাম কাপ হ'লিত অন্তরে ।
কপে ধরি বনুক হুঙ্কারে নারী পরে ॥ হানে তাপ
কবাণ নির্জান সাহস । বললে পাইলে হবি যেমন
কয় ॥ একে সমারের কপ দেখিয়ে মোহিত । তা
হে কন্দলের কোপ হেল বিশ্বরীত ॥ একধনী অমণী
হইল উন্মাদিনী । বলে বিরহানলে হাঁটিলে গো ন
নী ॥ কেন কেন হ'নের সনে হইল দেখা । তবে প্রাণ
যায় তার হলো জল রাখা ॥ নম দুঃখ শুনিলে বি
জাপে শিকা বনে । পতি হলো অহংসক হ'পাক
পনে ॥ নিমজ্ঞের প'রতে চাইত সন্ত । প্রাপ্ত
হাফেন তলপা গননে উদ্ভত ॥ বাসে না হয় বাস
বাসে চিরকাল । যথেষ্ট এলে নাথ ঘটে মহা কাল
সমাবস্য পুষ্টিমাদী ভিখিরের কত । কালে ভদ্র
রেশন হইল কদাচিত ॥ অশুচি বসি পান করিতকী
থান সুখে । দুগন্ধে তার মাথায় দুখ দেয় / স মুখে ॥
সহ্যে করিলে কথা বন্দ কলে চায় । একে রানি
নুরাণী মণ্ড নাকে তায় ॥ শুনি এক ধনী বলে এতো

অন্যতম কুলদ্বারা

ক্রোধবশতঃ আবার শুনিবে দুঃখ শত্রু দুঃখি হয় ।
 লিখু কল্যাণপত্রা সোকে করিলেন দান । বয়েশে হু
 ইবো কিন্তু পতির সমান ॥ দু এক পাথের বড় যদি
 উঠি নিবুন । তাহে কি তাহার রক্ত বহয় কখন ॥ চন্দ্র
 দল হইলে নারী ভাষে স্নানভাষা । রতিক্রিয়া বসে
 কায় না জানে পুরুষে ॥ তবু তাহে পাই যদি কহি
 রক্তারগুদি । প্রতিবাদী হইলা তার শাস্তি রক্ষি
 হৈল শিষ্ট হরে বসে নাহি বের সূতল বাকিতে
 লাগে দেখে মন কি এড়িতে ॥ আনি তর কার দণ্ড
 প্রয়োজ্য কাল হয় । অন্যহলে যেতা চলে বনগরি
 হরি ॥ শুনি এক ধনী বলে দুঃখ একি । তোর । অাম
 ক দুঃখ প্রকাশ্যে বহয় যে । তোর ॥ কিহু কহি হু
 লবে যে সুখোক্ত রই । পতি নার আপি খোর কি
 মন না বই ॥ তেজ করে সদা মোরে তান । কেহ অন্য
 নিমিটে নিবিত নাই নাই বসে ক্ষুণ্ণ ॥ রমনেছা বলে
 রমনীক লোচা তর । সফল্য সফল্যের কাল বিনী হর
 আর তবু তার নহে শেষ নহে করে শেষ । সুখের
 কথোতে ছায় কত দেখ কেশ ॥ এত দুঃখ নিয়ে আ
 নি কাটাই যে কাল । নোহন দ্রুত্যাগ করিলে ক
 লাকাল ॥ শুনি এক রানী বলে একি তোর দুঃখ । অম

কায় দুঃখে শুনিবে সুখটাবে যখন । পতি মোর কো
 মলে প্রধান জোয়ারি । তেঁক দিয়ে টাকা লয় ক
 রিয়ে গোছারি ॥ জিনতে নাহিক শুনি হারেন কিব
 ল । সব গেছে ব কি আছে আশুর মন ॥ দিনে রে
 তে কোন মতে দেখা নাহি হয় । হারিলে আসেন ছু
 টে গেলে নাহি রয় ॥ এ চক্ৰ প্রহর নিশী বসি করি
 লত । হাবাতের হাতে পড়ে প্রাণ পটাপত ॥ আছি
 যাই তেঁক মেরে এতে সহ করি । অন্য হলে অন্য প
 রিত ॥ ৩৬ ॥ শুনি আর জন কয় এতো নয়
 দুঃখ । আবারে বদন্ত বিদ্যি আছে ন বৈমুখ ॥ পতি
 মোর গায়ক সক নরদা প্রাণে । ফুল বকর মত রত
 শ্রুতের যুগে ॥ নিযমিক আছে রিশা যোগে নৃপহ
 নে । পিতৃব্যক্তি জান তথা গান অনুমান ॥ দৈব
 নিশাতে নাথ যদি এসে বরে । নিদ্রা যার মন
 নাহি পাল ফেরে ॥ আছি কন পেলে বলে গল
 বে বসে । তেঁক করুন মোরে নিদ্রা বাজ হারিয়ে ॥
 এত দুঃখ সয়ে আমি আছি গো ক্রমতে । নৈরাম
 ধের গুণ নাহি পাই যেতে ॥ কৃষ্ণ এক রাসা মিলে
 র গিলে । এমত নরদা সারি কেবল তো কে
 সেয়া হারি অমোর পতি অতি স্রে গোয়ায় । হুতো

পোলে ওঁতাই মারে করে গেল তার ॥ নিশীতে লুটে
 তরে হুজুরে হয় রোজ কুড়া কাতি চরির ভন্য রাজার
 গরজ ॥ ষোণে যোগে বাগে নাথায় ১৫ একে ঘরে । ভূমি
 তে মারিতে রতি অভিলাষ করে ॥ দ্বিভেদ কুটিল
 লে হেনো দেবি ১ ৥ আতলে মাক করে আদি কাষাইর
 করি ॥ তায় বৃক ধুক মদাকরে তাঁর ১ চোর ধরা ষা
 ক চপে নিজে বাঁচা তার ৥ সুখোদয় হয় ফেনে সে
 এলায় ৥ আপসনে সোয়ায় থাকে ছেড়া আঁকি প্রায়
 হেন জনের মনে আমার হয় বাস ১ করি
 র নাহিক বিনাশ ॥ শূনি এক ধনী কহে শূন্য ধনী
 নী ১ বলিতে নাহিক পারি দুঃখের কাহিনী ॥ বলিয়া
 বি কয়ে হিন্দা পতির দ্বাংগ ১ বিবাহ কটিল পুটে
 সেই অনুরাগে ॥ সতে নীর ভনে নিশী বদে পিঠ পরি
 থি ১ বিবেক কারখত দেছে বিভা অবধি ৥ দুমহ বির
 হা মল হলে প্রজলিত ১ থাকি কনে সেই জনে হয় বি
 গরিভ ১ বাস করি অপরাধ করে গো সতে নী ১ নির
 ক্ষিতে নাহি দেয় বসিয়ে রমনী ॥ সর্ম্ম কং হি করে
 ন্যসারে রকম ১ তিলেতে করিয়ে ডাল দুঃখ দে
 য় ময়ে ৥ আমি বৈ মাধ ১ তেই চক্ষু ময়ে ১ পকি
 অন্য হুয়ে গুহা হিনে ষা কটি মন বাতি ॥ শূনিবার

জন কয় মোর দুঃখজন । বৃক্ষণ আমার পতি তলি
ন প্রধান ॥ বিশিষ্টে সন্তানের বিশেষ পরিচয় : ১
কাশিতে মারিলাম এত কার কক ॥ বিবাহ হইবনী
তার মুনফা সকলি । নিশী দিকা খান আর জীর পা
মা গানি ॥ বিবাহ করি গিয়াছে কান্ত বৎসর চকু
কায়াস্তরে একবার যথ্য আসা হয় ॥ জননীয়ে পৈতৃ
যেত ছিল তাকা দুই । জন নান্য অন্য তারে মিলে
হলো নই ॥ যে তায় তপ্ত ময় ফলে দেয় কামে র
বাক্য হইতে । আমি দেই তার আগে ॥ মন প্রা
প্ত হেতু কিসি নাহি গেলো আর । যেন সে জনের মনে
মিলন আমার ॥ অভাগির ভাগ্য মূর্খে নাহি দিল
ধন । কি কপে সে কণ আর করি নিরুপণ ॥ নিরুপ
ভবা নল তজ্জনা হই হয় । করেছি কিসির কাছে দুই
দিক রথ ॥ আমার মুচিবে জালা নাথ্য লাবে ধন ৫
উপপতির আলাপে হইবে নন্দন ॥ পুত্রের বিবাহ
দিতে আসিবেন নাথ । পাইবেন ধন আ হইবে সৌ
ক্য ॥ এই দুপ কামখীরে পতির নিমিত্ত । তনি
হে অস্ত্রান্য পরের হিন্সিয়ে ॥ চাড়াইতে নাহি
পারে কামে জর ২ ॥ শ্রীমু ৩ শ্রীমু ৩ ব্রায় দলে মর ২ ॥

25

চিত্রবিলাসী ॥ হেরিয়ে বরেন ক্রম, উখলিল কাম
 কল-বনে বিধি নিষ্ঠুরে গড়িলো ॥ আহামরি কি মা
 যুরা, হেরে চিত্র কৈল চুর্চি, গগণ হতে বুঝি পড়িল
 মুক্তীর ভাগ্যদয়, ননবের যথ্য নয়, জ্ঞান হয় দেব
 ভাক হবো নরোৎস, এমত পতিত, মিলাইলো সন্তপতি
 ক্ষমত পতি পতি কামরসো, রত্নক্রিয়া হসে কৌক
 রুখে সে মুখ, দেবে, ভাসিয়ে প্রমাদে, এমত
 কামর বর, কেন কাহি, হৈল মোর, পত্নী হই বিধি
 র শিরে, কপালে কলন হরণে, না হৈকাম, মনমান
 মনোহরে রই ওই পায়, কেহ কয় নিচু পারে, যাই
 ইয়ে উহারে, হৃদ রাখি সাত করি কায় ॥ এই দান
 রাম্য গণে, দক্ষ হৈবে কামাঙ্কণে, জ্ঞান গণ, হইল স
 বান ॥ কটিলো, রত্ন বাস, এলায়, বেলী বিন্যাস, উ
 জ্জ্বল ফুলরাগ রাজি ॥ কবরী ভূষণ হত, আর কাঁচ
 দী বাজিত হলো সবে দেখিতে ॥ বরনের ছায়া
 তে, কিছু নাহি হয় হাতে, গণে গণি পাখি ১২ ॥ হ
 ইল চিত্র দায়, কেহ রাণীরে জানায়, স্তমি রাণী মা
 ইল দেখিতে ॥ সহর নড়াব দেখি, মনে মহাদুঃখী
 ডাকি সবে তোলেন জরিতে ॥ প্রিয় বাক্যে রায়াগ

৭৭. তুমিয়ে বড় যতনে, বলে তবে করগো বরণ ।
 ধিরেই তবে যেমি, হয়ে অতি আশ্রয় । দাওয়াইল
 রের সনন ॥ কেহ নাহি পট্টায়া পাহে ঘটে পুনঃ দাস
 রাধি মুদে রহে অন্ধ প্রায় । রাণা আনি মনামুনি,
 বসনে ডাকি আননী, রাধিনেন বরণ ডালায় ॥ বুড়
 দার দীপ ডালি, জ্বালায়ে ডালে তুমি তবে যেমি
 করয় বরণ । কেহ কার উল্লুখনি, কেহ করে শূন্য মু
 নি, ধনী পণ আদায় মগন । সপ্তদার বেড়ি বরে, হ
 রিবে বরণ করে । পরে রাণী বনকলা খান কেহ ভা
 বে পশয় স্ত্রী; দেখে অম্বনী বরের স্ত্রী; অধিষ্টতে
 বন সাবধান ॥ ইত মধ্য কন্যা লয়ে; কন্যা তবে উদ্
 যিয়ে; তোলে ধরি যুগ্মরী আসন । ধরি, হস্তে চন্দ্র
 তলা; বদল করিল মালা; সুভদ্র কৈল দুইজন
 লকণোতে করে বকটেহা বড় অনন্তক; বরহতে কন্যা
 বড় হয় । বিধির বিবিধ মত; স্ত্রী আচার কৰ্ম বত, রা
 দাগণ করে অমপয় ॥ রব কন্যা লয়ে চলে; যশস্ব
 তী দাওয়াইল পাহে করিল মত পুটে, 'বিধির বি
 ধান মতে; সমাগয় বিবাহিতে, অতঃপরে শুনযা
 য়ে ॥ আত্মা দিল পুরোহিতে, বর কন্যা লয়ে বে
 তে; যথা হয়েহে বাস্তব-সুখ । শুভ দার নারী গণে

ক্ষিত যেমত গো কামিকা । গোবিন্দ বেষ্টি যেমত
 গোপীকি ॥ ক্ষিত বেষ্টিত যেমত গো মক্ষিকা । মিউ
 বেষ্টিত যেমত গিপিলিকা ॥ তর বেষ্টিত শোভিত
 যেন পত্র । বর বেষ্টিত যেমন বরযাত্রী ॥ এমত বেষ্টি
 ত হয়ে জনাইনা ॥ কৌতুকে কৌতুকে নায়ে সর্বজ
 ন ॥ কেহ কষ্ট অলি মূলে নায়ে ঠোনা । কেহ কয়
 রয়ে দিওনা খাতনা ॥ কেহ জালি হালি জনারীয়ে
 লয়ে । নাহে ক্ষত হলে বর কোলে দিহে ॥ মহচরী
 গণে বাঞ্ছায়ে সমুখে । চামর ব্যজন করে মহা মুখে
 চন্দন জলুন কেহ দেয় আছে । হাস্য পরিহাস্য কো
 তক প্রসঙ্গে ॥ গিষ্ঠায় বিবিধ আনিয়ে তখন । বরক
 ন্যা দোহে করায় ভোজন ॥ কোন বনী আনি আধুন
 কপুর । ভোনা শু দিল মুখে সুমধুর ॥ রহস্য হলে
 কেহ বরে জিজ্ঞাসে । সঙ্গীত বিদ্যা কিছু কি নাহি এ
 সে ॥ শুনি বর অতঃপর বদলি বনী । নিগুনতা নহি কি
 কুং জানি ॥ শুনি সঙ্গিনীয়ে আনে যন্ত্র যত । সপ্ত স
 র । তান পূরা ললিত ॥ পাকোয়াহু মঙ্গিরে আ
 থো । বর যেতার ভেতার আর কত বেনে ॥ যজ্ঞে
 লক্য কীর সবে মেলি । গাও দেখি রসরাজ তাম ত
 নি ॥ শুনি রাগ আরভে ধ্যান যুগল । বহিত হইল

মতে শুনে সদা ॥ অনুরাগ করি রং গতর করি ॥ উপ-
 তিত রাগিনীয়ে মন্দ করি ॥ তাল মান হঠমান যে
 সবুথে ॥ পুনঃ রায় রায় গায় আতি সখে ॥

১০ ৥ রাগিণীরাহর তালমেকমাক ॥
 মহিত যোহিনী গণে তানে থাকে ॥ মানে না
 মনী অপমানী অকারণে ॥ রসনে নাহিক মা-
 নে ॥ একাসনে বর সনে ॥ করে আশেদিত ॥ ল-
 জিত হয়ে লজ্জিত ॥ বজ্রিত সে হানে ॥

অথ অষ্টশ্লোক ॥

তলক চন্দ ॥ মানন্দ মাগরে সঁতারে রঙ্গমী গণ ॥
 কেহ নাচে কেহ গায় ত্যাজিয়ে বনন ॥ কেহ আতি
 হানির কারন শুবণ ॥ কোন ধনী বাজায় বেজায় তা-
 হি মন ॥ কেহ দেখে অহা মুখে বমনী কীর্তন ॥
 লজ্জা হিন্দা অলাহনা নাহি আবতন ॥ এইরূপ আশ্র-
 য়িত হয়ে সর্কজন ॥ সর্করী পোহায় কথো অমার স-
 দন ॥ ছেন কালে সকলে করয় নিরঞ্জন ॥ তিসির চই-
 লো বর প্রভাত লক্ষণ ॥ তাকর মিঠুর কড় আতি কা-
 রুণ ॥ তিনয়েতে পূর্বদিগে কারছে গমন ॥ ১১ ॥ বহা-
 ত হয়ে অবেবরে আনিকন ॥ প্রভাত হইল নব নূপ-
 তি নন্দন ॥ রাগগণ রাগেখীর বিস্ময় বদন ॥ আবে-

মনমথ সুখরী ।

দ প্রমোদে গিরি কৈল নিবারণাশয়্য তোলা হল। ক
 দি লইলো যতন । মেলানী মাগীয়া পরে ত্যাগি
 নিম্নহাসন ॥ অযথোকা করিতে হার বাহিরে তখন
 কোন ধনী বরে করে হরিদ্রা লেপণ ॥ কেহ কন্যাফু
 ল খায় করিলে যতন। পরে উভয়েরে লয়ে যাকরা
 বাগণ । ছালনাভলায় আলি দিল দরশন ॥ দান
 করাইল সুখে সুজনে দুজন । পরোবান পরাইল খায়
 তে তখন ॥ পুরোহিত আসি করে মন্ত্র অধ্যায়ণ । বি
 ক্রমাদুসারে লারে সুব্রহ্ম রাজন ॥ জামতার করে
 করে পৃথী সমাপণ । হরষিত রাজা রাণী সহ বহুজন
 সিন্ধোম বিবিধ কপ না হয় বর্জন । উভয়েরে যত্নে
 রাণী করায় ভোজন ॥ আহারান্তে ডালু মামার
 ধনী ধনী ॥ পানক্ষে বসিন দেহে বিশ্রাম কারণ ॥
 সখীগণে সন্নিবানে আসিয়ে তখন । উভয়ের অঙ্কে
 করে চামর ব্যজন ॥ দামে বলে এত দিনে পুষ্টিত
 মান । উন্মোগি হও তবে গমনে তখন ॥

অথ র কন্যা বিদায় ॥

লম্ব ত্রিপুরী ॥ আদি প্রজাগণ আর বহু জন, প্রতি
 বাদি প্রয়োজনে । করিতে কল্যান সব বিদ্যমান
 রর কন্যা সন্নিবানে ॥ গুরুপুরোহিত আসিয়ে ভরি

মনসথ মুঞ্জরী !

তঃ যথেষ্ট আশীর্বাদ করে । রাজারানী পরে আশী
 র্বাদ করে; আশীর্বাদী দিয়ে করে ॥ বিবিধ বসি
 হয়ে সতুলি, বস কস্য করে যাবা । দেবের মহিমে
 বুঝিয়ে প্রণামে, নিজি হলো যাঁর বাবা ॥ রাণী
 রাজ্যপরে প্রণামে, সতরে ভূমিতে হয়ে বসনে । ক
 ন্যার মায়াতে, শোকাহল চিতে, রাজী রয়েন রো
 মনে ॥ আঁখি নিরে জাসে, কে ঘার সত্যসে, মা ক
 লিয়া ধরে গলা । পাঠার কোথায়; কয়ারী তোরা
 ম, হইলে যে শিশু বালা ॥ রাখিবা কেননে, ত্যাকি
 রে জীবনে; জীবন রাখিবে দেহে । কেননে থাকিবে
 করে গো জাকিবে, মা বলিয়ে মাগে দেহে ॥ কত
 দিনে পাব, তেলেতে করিবে চুখখার চাঁদ মুখে !
 এসো মাঃ মা বলে শুকি মা; শুন পানবর মুখে । ল
 ইয়ে সমারী রাণী, কোলে করি; বলে হই তারা হা
 রা । আসি সখী গণে; বিরস বদনে; আঁখি নিরে জা
 যে তারা ॥ মুঞ্জরীর কর, ধরি পরম্পর, বলে প্রিয়
 আশিবে কবে । কবে দেখা পাব, হবে প্রমত্ত ম
 নে দুঃখ দূরে যাবে ॥ মায়াতে মহিতে, নৃপতি দুহি
 তে, বিলাপ দেখি সবার । করায় রোমন; নয়নে জি
 বন, অরুণ অনিবার ॥ বলে সমীগণে; মা রহ কন্দনে

আমি আমিযো তরায় । কেন কর চলে থাকে মি
 নিচে । একগে এই বিদায় ।। করি আলিঙ্গন ; অক্ষিত
 মদন ; মুচায় বদন বাসে । কোলে করি পুতী ; শিরে
 ধারী ; চলেন জিবিকা পাসে ।। আদর্শ তাহার ; কা
 লে উল্লাস ; অচেতন হয়ে যোছে । মোকামল চি
 ত্তে ; কিনি সহিতে ; অপি বার বকে বহে ।। লায়
 তামতারে ; রাঙ্গা সমাদরে ; চতুর্দলে বসাইয়ে ।
 কল কালে আর ; মুরেণ অমর ; বিদায় দিতে যাই
 লো ।। অমর মদন ; করি আলিঙ্গন ; উভয় রোমন
 করে । বিনেতে রায় ; হইল বিদায় ; চতুর্দলে তা
 লে পরে । জিবিকা সহিতে ; বায়ু বরবিত্তে ; করি
 তি সমারোহ । নিজ নিশ্বাসে ; বর লাভ আসে ; বস
 নলে রহ রহ ।।

অথ বর কন্যা গৃহে গমন ।।

মালকোপ । অনন্তর বর কর বায়ু আগের । করে
 বায়ু মফাৎ কর কর ডালি লাগে ।। বাজে চাক
 চাক আর বাজে চাক । বাজে তামা তামে লোক
 র বাসে খোল ।। বাসে ভরি গছে ভেরি ডাল
 তান । যোড় থাই যে সানাই কাজিছে বিশাল ।।
 গকুল আর ডাল মধুর শুবণে । নহবদ নহবদ বাজে

[illegible]

নামি ভয়ে যাহা কমে দেবালয় দুত ॥ প্রণ হিষ্ণু
 হাবায়্য জায়্য লয়ে সকে । এস বার্মে যে প্রেরে মেক
 ত মত রাহে ॥ জনকেরে দেখিবারে গাইয়ে জমার
 দুই জনে কথনেন প্রণাবে অপারনা প্রমাদকৈ কো
 লে নন্দকরনী প্রাক্ষর্য রাণী শুনে সখী গণে পাঠা
 নতধক ॥ কোরো করি সঙ্গ হারী আনয়ে ভবনে । ক
 রকন্যা দুই জনে আনয়ে গমনে ॥ রামগণে সেই
 ক্রমে করয় বরণ প্রণ ধনি উলুখনি দিয়ে জনীগণ
 মতঃপরে উভয়েই বার লয়ে যায় । আট চাঁদি তা
 ক নারী খোলে য়ে যায় ॥ কড়ি খেলি অতুলি উ
 তয় বিস্তর । সেকৌতকে য়ে কৌতকে বক্টনে বিকট
 ধনো সাদে আনিকাদে রাধা আররাণী । দিহ আয়ু
 তে ইউ মহিষ্ঠ কাশিনী ॥ বাস কয়ে নৃপপরে করে
 গুরুকার । দুঃখি জনে বিতরণে খোলে ধনদার ॥ দি
 জরন আভঃনর এসে কত শত । লয় দান যে যা চান
 মানসের কত ॥ দিন গন্য নাহি গন্য আনিকে আগ
 ধি । প্রিহে যন হয মন কলগণে জনারে ॥ কেহ না
 নে বীতক কেমন করিয়ে মতন । অতুলে সবে চলে
 নিজ নিদেহন ॥ বসু কয় দুঃখ হয় বিরহ মর্শনে । নি
 শা পতি এলো গতি তুরীত গমনে ॥

স্বপ্নমথ যুগ্মা :

৮ অখণিতার দক্ষিণ মনসখের কথোপকথন।
 পত্রাঃ ৥ অমনী রমণী গণ হইলেন বনময়ী। মনসী
 কুন্দরে করে বাধাতে জাপন। মনসকে প্রসবেষণ
 ক্রা বিবরণ। এনেচো হে কান মণী করি অনুষণ।
 কোমলোনে হেম বনে গেলে রসরাশি। বিবাহবা দিবা
 কেবা কহিবে অসার। শুনি রায়মুখেরে কহিছে
 কাহিনী। মুগাট নগর ধাম সুব্রহ্ম বাথানী। রাজ
 রায়মুখ একেধর করে রাজ্য। তাহার দুহিতে মুগ
 হী নাহিতে ধর্য। শুনি লক্ষ্মণ ক্রিষ্টের নাম ধরে
 ঘটক হইলেন কটক করে দিন মোরে।। শুবণে রমণী
 গণ আস্থানিত হয়। কেহ জানি জানি রাজ মহিবি
 ব্রেকর। বিব্রতান্ত রাণী করিলে শুবণ পূজকে
 পুরিল অক না বাধ বর্জন।। হেন কালে দূত জানি
 কহিছে জনারে। রাজ আক্রা হবে যেতে বাহিরে
 ভোমাবে।। শুনি রায় বায় দূত পিতার নিকটে।
 গণমিয়া দাণ্ডাইয়া রহে কর পুটে।। দেখি ভূপত
 লায়রে জিজ্ঞাসা করিলে। কাহার দুহিতে যে বান
 ভোহইল।। কোথা দান কিবা নাম জাতিতে কেহ
 ঘটাইল কোন জন এই বিবরণ।। শুনি রাজ মহিনয়ে
 কহিছে পিতারে। মুগ পনুপিতে বাইমুগাট নগরে

কথায় বসতি ভূপতি সুরেন্দ্রনারায়ণ । ভাষার অমারিক
এই প্রদানে আশায় ॥ ঘটক হয়ে ঘটাইল যে ক্রিষ্টে
ধর । তার মনে আশাপণ আনার বিস্তর ॥ ভূ
পতির পুত্র সেই বুকে বিচক্ষণ । যগ্য ভাবি মন মগি
নিশ্চিন্ত নাগর ॥ সেই বুকাইল মোরে করিতে বিবাহ
হ । করনিয় ঘর মোরো না কর মন্দেহ ॥ শুনি নৃশক্তি
কুমার প্রত্যয় হইল । করনিয় ঘর বটে ঘটেলে কলি
ক ॥ অর্জুন নাগরে ভূপ ভাবিল অপার । বংশ রক্ষা
কৈল যম কুমার ॥ সূতাটের লোক যত মছে এনে
ছিল । যজ্ঞত কাঞ্চন দিয়া বিদায় করিল ॥ সুগম
নিবাসী রায় জমারীরে কয় । মনোমাদ মাদ দিয়া
অবসান হয় ॥

অথ দুষ্কীরের স্বর্ঘ ॥

দুষ্কী । মৎসটন সভাপনা যদি হয় রে । আনন্দে
অকিঞ্চন করে মনে করে রে ॥
দ্রিষ্যত্রপদী । তপন গমন করে; মতী দেখি মন এরে
কম্যবাহ করে তত তার । আপনার পণ ধনী; বিমুক্তি
হয়ে আপনী; স্বামী মদ করে অভিপ্রায় ॥ বিধুর উ
রয় দেখি; মনোঃ মহা সুখি; তারে আন পাব প্রাণ
কাতে । ঘোঁহে একতার চলে, সমতা বিরহানলে;

করিবো কলিঙ্গ (যে দুইটি) ১৫ প্রতিদান চাইল রক্তি
 পালে লঙ্কা চাই করিও। যদি তবে সবে গঙ্গা বাগ
 যাবার উপর গুণে কতবার মর প্রাণে-দাণে। যেহে
 জ্ঞাত ভগবান ॥ তবে কটাই ক'রু'ই চাই ম'কে দি
 য়ে যুগ, বীক রহে কুর্কৈর ম'সি ॥ এখন পোহি
 কান ক'মি মোদ কয়ে কান, কি করিবে এককো ক
 কোট ॥ কান দেখি ক'ন বাণাশ দেপ হ'বে ব'দান, অ
 ন'মান হ'বে ত'র ম'র ॥ কোথারে ম'লই ল'বন, সদা ক
 হ' ম'বিরণ, অ'ন'ব'ণ করি আশ্র ভাবি ॥ দেখি ম'র
 অ'স'ন, বিরহাশ্রমে সদ'র, হ'লে করিতে যে সহ্য
 তি ॥ পোহি ত'র ম'বিরণ, মোরে করিতা দারন, ত'র
 ন দ'হাছিনরে কোথা ॥ এ'ন করিলে হিত, ক'ন পা
 বে সম'চিত, না হ'ইবে প্রব'ল অ'শ্রণ ॥ কোথা চ'রে ম
 পু'র, হ'তা আশ্র পা'বে কর, শ'র'কর এক'ক'রে গুণ
 চ'র হ'য়ে চ'রে কোথা, নাট মে' মে' ম'ম'ত, বেইমান
 অ'প'মান করি ॥ কোথারে ক'কিল কান, অ'ল'য়েক
 দিক কান, স'কাল বিকাল নাহি লা'বি ॥ কর আশ্র
 ক'ন, অ'হ'র না হ'বে প্রাণ, আভিনানী হ'বে ত'র
 ম'র ॥ নাটি মোর সে ম'ন, ত'রন ক'য়েছি জ'র, প্রাণ
 ক'থ এসে অ'ভ'প'র ॥ সকলে একতা হ'য়ে, বিরহাশ্র

১৭ অসামান্যে দিয়ে ক্রমে দেখি বিরহিণী। তবে
 সোমবেশিলে, ঐরি পণে সুখ দেখিলে। সুখ
 স্ততি শয় প্রাপ্তি ॥ ঐরি সুখে হওকুম, তোদের নাম
 ন কন্য। তাই ডাকি খান্যমান হলে ॥ আর কবে
 যে বর একেবারে কাম আর ছেড়ে যাবে তোমা
 নুসরণ ॥ ভগ্নিরপ বক্র তাহে, বক্র ভগ্নিরে প্রণামে
 নাপ দিল রাজার নন্দনে। নাপ হলো বরতার, ছিল
 বাসুগীতাকার, সজ্জার হইল বচনে ॥ অমার হই
 বেতাই স্বপ্নাপান সবাই কামনাই করে মোরে দয়া
 ঘোমতি সুরাশুণ, যৌতন গন্ধমাণ্ডলাগাণ্ড তায়
 ন হয় মায়া ॥ অনময় হলে পবিত্রকে পদাশ্রিত
 রে; নাতকের মস্তক উপর। নাহি দোষ তোমার
 নরকপালের ফের। বিধি বাস ছিল পূর্ণ ঘোর
 এব হইল মদয়, মদয় করি মদ্যময়; ভর নাহি করি
 আর করে। এখন মদয় হবে, মদয় হিলে; যে মা
 বেবে দূরে দেখিয়ে আসারে ॥ এই মত ভ্রমেন দল
 পাইবো নাগর মনী; অনমানি আপন অন্তরে। বিশ
 মতবার পূর্ণ, অমতি ঘটায় নরকে, মেহ দপে গার
 তিরকারে ॥ প্রমাণ অহর তার, দেখতে দক্ষ রাও
 রা হাগ মুণ্ড হলো ভূমণ্ডলে। হুঁরে তিরকার করি

আপ দিলো শুভকরী, কায় তরঙ্গি ভূতে যক্ খে
হো ॥ নবে তিরকার করি, যাদু দমিক্ সুন্দরী, তা
কে আর কুহু হানে ॥ শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণকর, আশা যদি
লুপ্ত হয়, তবে কেবা থাক উপাসে ॥

অথ মনমথের মনোদুঃখ ॥
যুগা ॥ এই দুঃখের মবি সমা দাবার এলো জলাশি
তে ॥ প্রতিজ্ঞা পালন বিনে প্রমথ হয় কিসতে
বলে ধরে নিসে রতি, লজ্জাদিবে নরী বতী,
কিসে যাবে এ দুঃগতি, চিন্তিত মনেতে ॥

সমু চতুস্পদী ॥ অক্লণ গমনেঃ আপন ভবনো বিধু
আগমনেঃ হইল জ্যোতি ॥ শরীরী বাড়য়ঃ শয়ন সম
শ্রু জমে দেখ হয়ঃ নয়ন পাতি ॥ সকলে উত্তরেঃ শ
য়ন মসিধেঃ ॥ সীরঃ জ্বারেঃ ডাকে শয়নে ॥ স্তম্ভি
বজ্র নারেঃ জমারির মাথেঃ এমতি আহারেঃ পায়
বচনে ॥ ভাবে দুঃখ মনেঃ অভাগা জীবনেঃ সুখাষ প
গণেঃ কখন নাই ॥ হয় যে স্বরূপঃ ময়লার পূর্ণঃ কর্ণে
পুত বিকলঃ হৈলি যে তাই ॥ সুখের কারণঃ করি অ
নুগণঃ পেয়ে নারীধনঃ বা হলো ভোগ ॥ কলিজ না
কলঃ শূন্মের সকলঃ সকলি বিফলঃ যে কল ভোগ ॥
স্বারে বাম বিধিঃ কি করে ঈষদীঃ মনেতে প্রবোধিঃ

সে যে কিসক। জায়ে তার জন মানসে পালন, অল্প
ই কেপণ্য অল্পে হইল ॥ এক হলে, আর কৈল যে
নিকার, প্রতিষ্ঠা, আমির, হৈলে ভগ্নন। ভক্তি য
তা, ইন্দ্রের লামায়, বলি চলি যায়, মনোরঞ্জে
শিল্পকালে মতি, ছিন্ন বিশ্বমুখি বিরহ জ্বালি কিসক
না মনে, তাহার গৌরবে, পণকরেতবে, তবে জায়ে
হয়ে নিরুৎসাহ ॥ আপনার পণ, আপনি পালন
করিবে যখন, ঘুচিলে জ্ঞান। সাধ্য যে আমাতোনা
হিক তাহাতে, পালন করিতে, প্রতিজ্ঞা হয় ॥ আপনি
ই জ্ঞান, অকল বরাহ, পতিয়ে তাহার, মাথো শোয়া
বে। তবে তার মকে, নবেরতি রকে, বুড়াবে মনকে
জ্বালি নিবাবে ॥ এমন যে পণ, না শুনি কখন, কেব
নে পালন হইবে তারি। বহুত পণ, করে বহু কমন
না দেখি এমন, যে মনস্তাদি ॥ কমন ব্রাহ্মণ, করে
ছিল পণ, বিবাহ কারণ, দাজানকির। তারিবে যে
জন, ব্রহ্মতা ধনু, দীতা তারে দিন, কহিল হির ॥ ক্ষ
র এক জ্ঞানি, দুপদী যে ধনী, পাণ্ডুর গৃহিণী, হইবে
ছিল। দুপদ ব্রাহ্মণ, লক্ষ ভেদি পণ, ভেদিবে যে জ
না কন্য, অমিলে ॥ পালন যে জন, পাইল সে ব্রহ

অন্যের যত্নে বিচলিত হইয়া, ক্রোধ, দ্বন্দ্ব, পক্ষপাত, ভেদ
 ভালমন্দ, পাপে কল্যাণ, পরের অপকার, আনন্দ
 হইত হইত, আশ্রয় নারী লাভ, পরে হইত ভাব, পালি
 লে পণ । সুপ্রসন্ন আত্মা, গোপন প্রতিজ্ঞা, হইত বৈ
 ভাষ্য করি গোপন ॥ কেমনে সে জন পালিবে ব
 লন? করান শরন আনায় তার, না কখনে তন পরি
 বেদন, হানিবে মন, বাণ একায় ॥ যদি পণ বি
 নে, সুপ্রসন্ন মনে লই বসি বসে, অপমান বসে । ক
 রিলে একাধা ধনী হইবে লাজ, অপমান আক, হই
 য়ে হুঁলে ॥ আর ভাবি মনে না পালিলে পণে, হর
 সর্ক মনে, নরকে নান । উভয় লক্ষণ, না রহে লক্ষণ
 দায়ে যেন চটে, কলুষ, বিনাশ ॥ দারুদহি উপায়,
 কেমনে এমায়, মানে রক্ষা পায়, ভাবি যে মনে । ক
 বেহবে অনুজ্ঞা, বিধি দিবে জন, স্মৃতিবে অশুক
 প্রাপ্তি জনে ॥ বিলে সূচী পতি, নাই মোর গতি
 রক প্রাণ দর্শিত করিবে দূর । সেই বার স্মৃতি দয়া
 করি হরি, দিলেন সুপ্রসন্ন, বন প্রচুর । করিলে যা
 হর, সীনি বিশ্বময়, আত্মন সদয়, অধিক মরে । যি
 হে ভাবি বসি, হলে, মহা নিশী, বিদ্যা, মেতে আসি
 শিক্ত করে ॥ শয়ন মন্দিরে, যাইতে আসারে, হ

[illegible]

অথ সুপ্রসন্ন হইতে অসমর্থের শরম
 দিব প্রিন্সী। রাখার কামারে ডাকিঃ তরুণ আনি
 যে অধীঃ সুখ শস্য করয় লাগাই। হামিঃ কোন দা
 মীঃ সুপ্রসন্ন করিঃ আনিঃ তিস্তর বিনাম মনোবাক
 কেহ বাকর বাকিঃ কেহঃ দেয় টিপ কাণীঃ কটী তটেদ
 র কেহ বাকসে। বশ ভয়া মযতনেঃ করে দিল সখী
 ফণেঃ শুভজায় রহে গৃহবাসে ॥ অমরা কবিল ম
 কঃ হেরে প্রতিগায় দাঃদলে আজ মোর ফেরহলো
 বর্তিতে না পারি আরঃ বুক ইতে সজ্জা তারঃ মোণা
 ম মোহনঃ মিসাইলো। বুঝণে বৈকর হলোঃ গো
 মিংঃ স্বর্গে বাকিলোঃ আনিকতা যত হয় দুঃ। ত
 টে দিক অনুমানীঃ বক ইতে অবধানীঃ তলনা না
 দিকিঃ মাক ॥ স্বর্গের লাগন পরিঃশরন করে সু

নারীঃ স্নানকারি রহে অধীনঃ। যোগায় ভাবন
যুঃ কেহবা চন্দন চুয়াঃ কেহ করে চামর বাজন ॥
কেহবা নারায়ণ দেহঃ পদ সেবা করে কেহঃ কোনক
রী বহে কর পুটে । হেন কাদন মনমণঃ হস্তে অতি
বিদ্যাকিঞ্চ অাইলেন কুমারী নিকটে ॥ অখিকেন মুন
অসিদ্ধঃ প্রিয়শী মোর সখ্যকঃ শুয়ে আছে কোটি
চন্দ্র ঢাকি । কেমনে রাখিব পণঃ কেমনে করি শয়
নঃ নিবারণ পথ নাহি কোটি ॥ কত মত স্মারি মনেঃ
শরীঃ পাত্রে নাহি হরণঃ স্নান সনে করি লজ্জন । শু
বন স্তুতি দোহেঃ স্নাতকহুয়ে বিরহেঃ রহে কিছু ন
হে আলাপন ॥ নখী পণ থাকি সুখেঃ তাহুল যোগ
ন সুখেঃ কেহ দেয় কপূর নবধ । কেহ শুনা মিটবা
রিঃ রায়ে দেয় তরাকরিঃ কেহ করে কোটক প্রসঙ্গ ॥
কোন ধনী দেয় অন্নঃ কেহবা চন্দন চুয়াঃ কলে বরে
করেন লেপন । কেহবা আড়ানে বরেঃ কেহবা চামর
করেঃ করে সবে সমনে বজ্রন ॥ চন্দন পুষ্পের বাশেঃ
প্রফুল্ল ভূষাকাসেঃ রসে ভাসে উজ্জ্বল বন । অমা
রোহ কলেবরঃ কায়ে হৈল জ্বরঃ পঙ্কশর স্থানিছে
মদন ॥ দাবানল সমকাষঃ দাহন হতেছে চামঃ কা
লঃ পুণঃসার বদন । স্তুতি সাহসি কাহেঃ কণেশ্বর

কণে বাঁচেঃ মাফেঃ চৈতন্যঃ সবসেবাঃ অজ্ঞানের কাল
ভাবেঃ ভাব্য। মনে থাকি ভাবেঃ কি জাভাবে রাখি
তে প্রাতিষ্ঠা। অথন যে যাই প্রাণেঃ গণে মন রাখি
মানঃ জীবনান্ত কে নাচালিবে মাক্স। ॥ আমি খা
কিলে থাকিলে নামঃ কে চায়রে পিতৃ কামঃ কাম
নলে তনু জ্বলে মা গুণ। চেতন হইলে ভাবেঃ প্রাণে
ন নাহি ভাবেঃ রবেনঃ হেন দায় ॥ দেখরে গাণ্ড
বিশিঃ অকণে করিল গতিঃ পাশা খেলি হারি রা
য্য ধন। না রহিলো হেন দিনঃ দিনমণি দিন দিনঃ
অক জল করিলো নিধন ॥ দিবাকাছে নাগি লিঙ্কা
প্রাতিষ্ঠা করিবো বক্ষণঃ শুদ্ধ নারী মদ না করিবো ।
ফুল বাণ যে দুরাষ্টঃ যদি করে জীবনান্তঃ ভ্রান্তে তবু
ফিলে না চাহিবো ॥ পতি হইলে করে কৰ্মঃ পালয়
সতীর ধর্মঃ আমি অকর্ম করি কিলে । শিকণ
দমারে কয়। তোমার একর্ম নয়ঃ অজার কি
স্বাধ্য যব গেষে ॥

অথ মন্ত্রণীর হ্রিষে বিবাদ ।

ধূম ॥ আমা আমার হ্রিষে বিবাদ ঘটনা ।

লকনাথ নিপাত ভাবিত ভাবনা ॥ মাদে মা

মনমথ মঙ্গলিকা

বিধি ছিল মনঃ বিচারে হইল বিনয়ঃ দুঃখ জীবনে
 বনে জীবনঃ এখন মগনা ॥ ১৮ ॥
 কলম মাধীকা । মনমথক । মনমথ কলমত প্রবেশি
 অক্ষরে । মনমথ হইতে রহে সিন্ধি মনমথ ॥ কলম
 রসতি রহ হার আরনারী । কামনা কলম রসে নি
 বাতে কি নারি ॥ কলম কলমে আছে প্রবেশের ব
 তি । প্রসঙ্গিত হুণে বহি করিনো যে বারি ॥ কলমে
 র মণি চর্চা আছে মোর শক্তি । বিনয় করিলে মনম
 থ বৈশ শক্তি ॥ মনমথের পিক বরে যদি করে ধনি
 করিবো তাদের মণি দেখিবেন ধনী বা মনমথ পবন
 যদি করে সমাগ । তবে করিবেন সুস্তরীর স্বামীর
 মনমথ মনমথ বুঝায় মন করী । রতি মনমথের কঠ
 রত্ন করি ॥ মনমথ মনমথ ভাবে বিধাতার কপ । কে
 নের হিবো সারা নিশী এই কপ ॥ প্রভাত হইবে ক
 থে রিকাল সর্করী । গমনিত হয়ে রত্ন আশিবে । স
 র্করি ॥ শাপ হেতু সর্করী কহেন কুলবাণে । মনমথ
 যধোন আর তন কুলবাণে ॥ দেবীর আশ্রয় আর
 না হানিল শর । ককিল ভুনরা মবে কাস্ত কৈল স্বর
 সেই অবসরে ধীর অবসর পায় । নিদ্রাগত হলে ম
 নমথ বিধি পায় ॥ মনমথ গণে মনে নিজ মন

রে) নিবটে বাথিয়ে যত্র সহিত মন্দিরে ॥ পরে
 ন বিকরণ সকৌতুক ভাবে । পতি বলে বলে সন্ত
 সু নিরে ভাবে ॥ সরোবরে ধনী করে আপনি গো
 পন । বিজ্ঞতি হইতে মনে করিতে গোপন ॥ এখন
 মানব সঙ্গ পতি সঙ্গ করে । স্বামী তরে পণ ক
 িয়াছে করে ॥ দমারী দেখিয়ে কান্ত হৈল হ
 সিতে । বিরহ বলনা গানার ম হরনীতে ॥ বাথিরে
 করয় গীত শশী ঢাকি বাসে । অন্তরে না বহে ব্যা
 ত রতি ভাল বাসে ॥ শুধ উঠিছে মূখে যেন ক
 ইমে বাস । রুকা সন্তান দেখে হানিতেছে বাণ ॥ ক
 লেবর জ্বর হইলো বেকামে । কল পাইলো তৎসে
 ছিল যেমন কামে ॥ কতক্ষণে পতি মোর পরিবেশ
 গলা । তাঁর গলে দুব হবো যেমন রাগ গলা ॥ কত
 ক্ষণ করে কথা ধরি মোর কর । তাঁর করে কর বা
 থি হবে কর ॥ মুখে না গারিবো বজিতে যেতে হই
 নারী । মথকতে বুঝিবে নাথ দম্য ধরু নাহি ॥ ননে
 করে এইবার বুঝি মোরে করে । রসে ভাবে রসিকা
 দেখে আর না ধরে ॥ দিয়া ধর করে যেন প্রজ্ঞা লি ত
 চিতে । বন গোড়া মৃগী যত দহিতেছে চিতে ॥ ক
 মেতে দেখিলো ধনী মনী না শুধায় । কান্ত হইল

জিহ্বা রাখিয়ে স্তম্ভাঙ্গী ॥ অধিলেবে বিলম্ব দেখিল অ
 তিশয় ॥ রজনী হতেছে বৃষ্টি সে কি অতিশয় ॥ নি
 শ নাথ যায় বৃষ্টি নাথে ফেলি থাটে ॥ আশি বাট
 তে উদ্ধত তার কেবা থাটে ॥ অশ্রু নৈরায় বৃষ্টি হই
 লো মনে ভাবে ॥ নাথ কেন নাহি বণ আমার মনে ভা
 বে ॥ প্রেম শুধা যুব বৃষ্টি নাথি আর কাতে ॥ তাই
 কাস্ত আছে মন মরে ইলো কান্দে ॥ হৃদয় গণিয়ে
 মনে ভাঙে দিগ্ধ শ্বাস ॥ নৃত প্রায় হলো ধনী খালি
 খসে শ্বাস ॥ থাকে কাকি মারে যেমন কাটাকৈ ॥
 কে হে আমার থাকে পতি কায়ে হলো তৈলা ॥ কখন
 বসন টানে কভু পাস করে ॥ রজ দেখে পতি মোর
 যদি গড়ে ফেরে ॥ করে পদে চেকায় যে ধনী ॥
 অলঙ্কারে লাগি হস্ত ধুনি ॥ কভু হাচে কভু কাশে
 কভু হাই ভলে ॥ দুজনে দিভাব মল্লব কি সমস্তলে
 চেখি করিল বহু ভ্রমিতে গণাকরে ॥ টোপদেখায়
 মানে যেমন গণ করে ॥ নিদ্রা গত আছে রায় কি ক
 রে সে গুণে ॥ পড়ি ধনী কেবল হৃদয় মনে গুণে ॥
 অহিরা রাজবালা বিরহামলে মলে ॥ দাসে বলে নি
 বিবেনা সাহান্য এ মলে ॥

অধ্যায় পঞ্চমঃ বিবাহ ॥

ধূম্রাঃ বিবাহ আশুপদ হনোমঃ বিবাহ আশুপদে
সাহসার যাতনা করিতে ॥ ককিল করিছে
কনিঃ মদন দাঁড়িছে প্রাণীঃ বলয়ারি মমোরণে
প্রাণে বাঁচিনেঃ কি হনোমঃ হারহ হার মীবন
ধায়রে ॥

ভনক ভনক ॥ আশার নৈরাশ থনী জানিল বিবাহ
রক্তনী নাহিক হার শশী বৃষ্টি ধায়রে ॥ কমলিনী
অনৈরতি লইয়ে বিবাহ রে ॥ উভয়ে মেলানী মাধি
উভয় অস্তর রে ॥ মোরা উভয়ে থাকি কি করিলাম
হার রে ॥ বিফলে গেল বিবাহের প্রাণে কি মম
কুণ্ঠিত হইয়ে মুখমুদিত হইল রে ॥ আহার নাহলো
পড়ে আহার রহিল রে ॥ বসনের মস্ত চিনি করিলে
বহনরে ॥ না পেলেম আখাদন লোক তাম্র খামরে
গোয়াল হইয়ে কাঁড়ী হইল বাইতে রে ॥ শুকাকার
নম যে শুক হুলো দেখিতে রে ॥ হার বিবি নিদ্রা
বণ কি করিবে তোমারে ॥ দিবেধন অপহরণ কপা
লে যায়রে ॥ বড় মাদ ছিল মাদ ছিল হইবে
লে আশা নৈরাশ হনো প্রাণ কি রহিনে ॥ বিব

হুনাঙ্গ মলে গাধ নোর পরাগ রে । রতি বারি দি
 যে গতি না করে সিজাগ রে ॥ পর উপকারী কৃষ্ণ
 নহে রমসমসরে । বকস্য পড়িলে মাগে মনে ভেঁল
 সুরে । পরের দুঃখ দেখিলে সুখের মানদেহে । পর
 দুঃখে দুঃখ দেখে নেইতো অনুসারে ॥ এই মন্তব্য
 পুস করিছে মনে কতরে । নিদ্রা না আইলো নেত্র
 মুখে যিরে রতরে ॥ হেম কাণন মজিন হলো মন
 ধর রে । প্রভাত হইলো নিশী নশী যায় বররে ॥
 প্রমদ মৃদিত হলো রবীর উদয়রে । মনমথ দুঃখ বৃত্ত
 জায়েথিলে করয়রে ॥ নয়নেতে দিখে বারি বাড়ী
 সাররে । কোন কন্মে নাহিমন পোনেছে ভাষায় রে
 বিশ্বীভ হইছে নভী ব্যক্তিগন পায়রে । সবার তা
 নাহি জানে হায় হায়রে ॥ মন দেবার পূর্বে মন কে
 জানে যাতেকে ॥ পরে না দিলে মন পরে পারে কি
 জানে ॥ কেহ কার নাহি জানে মনের বাসনারে
 মূর্খনে দিভাবঅভাব মন্দজনারে ॥ এখানে মুক্তারী উ
 দিলেন শয্যা হতে । ধিরে ধিরে নাহিল বরাতে
 ছলিতে নাহিক পারে পদে নাহি বলরে । ভূমেতে
 পড়িল বসে করি কি তা বলরে ॥ দিহা ভগ্নে দগ
 হয়েহে অতি সয়রে । কন্দর্পের বাণাঘাত প্রাণে না

হি নররে ॥ কখন লে টায় ভূম কত উঠে বনেবে
নরনের নিকৈ সফা কখনর তাহরে ॥ দেখি সগ যা
মিরে গুলিল গৃহ ঘররে ॥ দেখেনী বনে কাছ পা
গিলনী প্রায়রে ॥ শুদাউনে নাহি বনে কি হইলেক
তাহরে ॥ কোন ছেন বেশে বনে না কর উত্তর রে ॥
করহাং বড়াহাউ কেন আজ দেখিরে ॥ ধাখারে
গাইয়ে কাছ হুয়েছো অস্তথিরে ॥ বুঝি কথাস্তরে
ভার নেন কথাস্তররে ॥ না শুনানে বিবরণ হুয়ে
অস্তবরে ॥ জীযত জীকত রায় সখীগণে কররে ॥ না
রে পারিবে জাভে বটেছে য উত্তর রে ॥

অথ সুগুণীকে সখী গণের সম্বোধন ॥

ধূয়া ॥ বসন্ত রাত বালা কি হলো ভোমরা ॥

অবস্য করিবো মেয়রি ॥ এর ক্রান্তিকার ॥

সমারাগি ॥ অমঙ্গলি দীর্ঘ দিনে সকাল সুখিতি ॥
বলে সখ বনে না কর বখিতি ॥ প্রাণের সখিনী মো
রা প্রাণে ভাল বাসি ॥ দুঃখ পোলে চুপ গাই তাই
তো সিন্ধুসি ॥ আগাচের বিকটেতে না কর গোপ
গ ॥ করিলে করিবো শাজি যজিতে যেমন ॥ বিবাহ
করার পক্ষে ছিল গোথেদিত ॥ বিবাহ হাতনায ক
হিল সফাচিত ॥ সে কাল নাহিক এব হুয়েছে বিবাহ

হু। তবে কেন বাহন করিছ খরচ দেখে ॥ মনোমত পে
 রে বসবনে কি লয়না ॥ বাহিক ভাঙ্গার মোম মনোতে
 হয়না ॥ কিম্বদন্তীতে অপরাধী হলো সে জন ॥ কি
 কারণে মন তরে করিছো রোমন ॥ বিশেষীয়া রা
 জ্য কন্যা কর গো প্রচার ॥ ইথে লাজ নাই তব অস্থি
 নী তোহার ॥ জ্ঞান ধনী মনে করিলো বিচার ॥ না
 করিল প্রদ্য এক কন্য প্রতিকার ॥ বিশেষেতে কার্য
 সিদ্ধি কহে পরস্পরে প্রদ্য অপেক্ষা করা উচিত যে
 আচারে ॥ মাজ যদি রসময় কাহি জন কথা ॥ কন্য
 করিবো তবে পেয়েছি যত ব্যথা ॥ মনে বিচারিয়ে
 মনে করিলো গোপন ॥ অদ্যকার কথা নহে শুধমণী
 গণ ॥ কারবার মোরে আর না কর সিদ্ধান্ত ॥ বিশে
 য জানিয়ে অদ্য কন্য কর আশা ॥ লুবধে সখিনী স
 রে নিরখ হইল ॥ কেহ কা মদন দিয়ে নেত্র মুড়াইল
 লান পূজা কারি ধনী করিল ভাঙ্গার ॥ অনেক জানি
 লু কিয়ু মোখক যে তার ॥ সর্বদা উদ্যম মন জু
 লাজন কারে ॥ না করিলে নর তাই ইকল বাজ নাহে
 কুমার বাহিরে রহে বিধামিত হইল ॥ কেমনে পালি
 যে পণ উপাসনা গেছে ॥ অকস্ম অতিত হইল সে
 রে বসনে ॥ স্বকার্য সাধন করি বসিল ভোজনে ॥

হৃদয়ে রহিলে চিত্ত সর্বদা অস্তিত্ব । আহাঃ নিদ্রায়
 আর মৈথুনে বৈবন্ধ ॥ বলাস্বত সার তার না হলো
 চোজন । উঠিল তখনি দ্বায় করি অ'চমন ॥ মূখ
 প্রকাশন করি তাহুলাদি খায় । অলস রাতিয়ে পরে
 ভ্রমবার্থে যায় ॥ বহু গণে মনে করি কথন কথনে
 দিবা অবসান কালে লাইল ভবনে ॥ পক্ষ গণে তরু
 বরে করে সুবাহিত ১ শশী আনিবে রনে আদিত্য
 করে গতি ১৮ ভ্রময়ে লইয়া সুখে বহে কদমিনী ১
 চন্ডের উদয় দেখি ঘেরিল ঘামিনী ॥ কুমারী কদম
 র দৌড়ে হৈল বিবাদিত ১ দামে বলে পুনঃ মনে
 বিলম্ব কিকিৎ ॥

অথ মুক্তারীর বিরহ প্রকাশ ॥

মুগ্ধ । কি রূপে মৈসই বিরহ যাতনা ১ কি আ
 হে উষধী কেমনে প্রবোধি মনে বদনা ৥ কা
 হে মোর পাকি পতি; দেখিল দুর্গতি; কিম্ব
 বাঁচে এ যুবতী, বদনো প্রাণে; প্রনোদিয়ে
 চিলেম মনে; জ্বালা বাবে জ্বালাপণে; হেনা
 মে বিবাদ এখন অঘট ঘটনা ॥

মনক বিপদী । শরৎ কাল হইলে কাল, উল্লসিত হই
 লো ১ সাদিনী গণে; শয়্যাকরণে; গৃহ মধ্যে; গেল গো

কেহু নীরবে যার সম্মুখে, চাকিতে কাহিরে গো । মৃ-
 গ জন্মমে, প্রিয় বচনে, বসে এসে শূতে গো ॥ শুনি
 জন্মেরা, ভাবে আকর, বিপদ-ধীন গো । কি কহি
 কায়, পরিশি যার, না দেখি উপায় গো ॥ কোনে ক-
 হি, এতান হরি, কল্যাণ চির দিন গো । একান্ত সন্ত-
 স্তে এমিনে পারি যে ধরিত্তে গো ॥ কল্যের মত,
 বিবিরে রক্ত হইবা একান্তরে গো ॥ ভবেই তজ্জ, হইবে
 অস্ত্র, অচেতনের ব গো ॥ এই ভাবিলে যাহ চলিয়ে,
 আলনার গূহে গো ॥ শয্যা উপরে, শয়ন করে, কা-
 স্তার, না দেখি গো ॥ মনঃ শয়নায়, রহে নিদ্রায়,
 নিকদ বেগেতে গো । কিঞ্চিৎ পরে, সম্মুখ বসে, যা-
 মিয়ে শুইলো গো ॥ দেখিল কালে, আইছে নিশিচে
 নাহিকন কথাবো ॥ কাল্যের প্রায়, যে অতিপ্রায়,
 আত্মবুদ্ধি হলো নো ॥ কেমনে বাঁচি, রতি অকটি
 নাথের হইলো তুল্য ॥ কিসা অস্ত্র, যে ধনভক্ত, হই
 বে মিলিবে গো ॥ সচেতনাক্ষ, শুভাঙ্ক ভাত, ফেলে
 উপদানি গো ॥ যাহ্মন বেনে, আশি ভো প্রাণে, বাঁচি
 নে একান্ত গো ॥ পোয়ে অবলা, বিধি কাল, চাহে
 না অধিক গো ॥ হং করিছে, প্রাণে বিহিত, উচাটন
 মন গো ॥ কাম জ্বালার, জীবন যায়, করি কি উপা-

মুখগো। রাবণ ছুসি; মদত জলি; নির্ঝণ না হনো।
 গো।। দংশে ছুসি; কুমল অধো; বিধে জ্বরং গো।
 কয়ে কাশির; নেত্রের নির; আরং করে গো।। জাহে ব
 নত; লইয়ে সামন্ত; পানিতে আইলো। গো। বিরহি
 নীরে; বধে বুকিরে; কর অতাবেতে গো।। করিয়ে ম
 গ; হানে কনকপ; পঞ্চরশি কাশ গো।। কাকিঙ্গা মনী;
 কবর পুঁনি; প্রানী যে রাহির গো।। কুণ্ড পতক; নামে
 বৈ কুণ্ড; করে গুণং গো।। অকায়; দায়; লইকে আয়ু;
 বহে বনে মন গো।। সুকলে মিলে; বিরহি বলে; এ
 ক কালে দেখে গো।। বিরহানুল; হলে; প্রবল; কে নি
 বাবে ভাবিগো।। নাথের আশ; হকো বৈরাগ; কর
 মানা দেখি গো।। যত জুলিয়াধনী হৃদয়; ভত করে
 উত্ত গো।। কভু ভুবণে; কভু বসনে; টেনে ফেনে ব
 রে গো।। ক্ষণেক উঠে; ক্ষণেক ছুটে; ক্ষণে পড়ে থা
 টে গো।। নহে যে ছির; কল্মশ শরির; আলুখালু কে
 শ গো।। একপে ধনী; বধে রক্তগী; নিদ্রা না হইল গো।
 নিশীর শেষ; দেখি বিশেষ থাকে ছির ভাবে গো।
 চিন্তয়ে কত; নিদ্রার মত; রহে রামা দঃখে গো।। এ
 যত করল্য ভোজি কনলে; শশী অন্ত হলো গো।। প্র
 ভাত দেখি; আইল লখী; উঠিল জমার গো।। পা